NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নীল-সাদার ঘেরাটোপ ভেঙে পুরনো পরিচয়ে ফিরতে চায় স্কুলগুলি

চন্দ্রনাথ রথকে পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ৮ মে ২০২৬ ২৪ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.05.2026, Vol.19, Issue No. 325, 8 Pages, Price 3.00

ট্রাইব্যুনাল ত্যাগ প্রাক্তন বিচারপতি শিবজ্ঞানমের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআরের ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কমিশন সূত্রে খবর, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি ইস্তফা দেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটিতেও ছিলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা যাতে ফের আবেদন করতে পারেন, তার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই ট্রাইব্যুনালে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম-সহ ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতি।

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিরা কোন পদ্ধতি মেনে আবেদন নিষ্পত্তি করবেন, তা ঠিক করতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। ওই কমিটিতেও ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম। তিনি ছাড়াও ওই কমিটিতে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রদীপ্ত রায় এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণবকুমার দেব।

শপথগ্রহণে নরেন্দ্র মোদী

■ **পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার সকালে কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার, পঁচিশে বৈশাখ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ করবেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, তাঁকে ৪ মে-র পরে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসতে হবে। সেইমতো পঁচিশে বৈশাখ রাজ্যে আসছেন মোদী।**

বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিল্লির

■ **সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বদলে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ক্ষমতায় এসেছে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপি। এই পরিপ্রেক্ষিত অনুপ্রবেশ নীতি নিয়ে ঢাকাকে স্পষ্ট বার্তা দিল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়ে দিয়েছে, বাইরের দেশ থেকে এসে অবৈধভাবে ভারতে যাঁরা বাস করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করা এবং নিজের দেশে ফেরত পাঠানোই ভারতের নীতি। এই বিষয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা করতেও বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পালাবদলের পর অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরানো নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সে দেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। বলেছিলেন, ভারত সরকার এমন কোনও পদক্ষেপ করলে ঢাকাও ব্যবস্থা নেবে। খলিলুরের সেই মন্তব্যের জবাব দিলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।**

খুনের তদন্তে গঠিত সিট, আটক তিন সন্দেহভাজন

মমতার হারেই হত্যা: শুভেন্দু

শেষযাত্রায় চন্দ্রনাথ রথ।

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক হওয়ার কারণেই খুন করা হয়েছে চন্দ্রনাথ রথকে। এমনই দাবি করেছেন শুভেন্দু। বারাসাত হাসপাতাল চত্বরে তিনি বলেন, 'একটি নিষ্পাপ, শিক্ষিত, তরুণকে খুন করা হল কেবলমাত্র বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক বলে আর শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছে বলে।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'চন্দ্রকাণ্ডের অপরাধের কোনও ইতিহাস নেই। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিল না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সহায়ক হওয়ার জন্যই ওকে খুন করা হয়েছে।'

চন্দ্রনাথের মৃত্যুকে 'ব্যক্তিগত ক্ষতি' বলে অভিহিত করেছেন শুভেন্দু। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনি উপায়ে ফাঁসিতে ঝোলানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'ঠান্ডা মাথায় রেকি করে খুন করা হল। তদন্তকারীদের কাছে আমার প্রার্থনা, এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটা লোককে খুঁজে বার করে আইনি পথে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক।' বৃহস্পতিবার দুপুরে শুভেন্দুর সঙ্গে ছিলেন দুই বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো।

তৃণমূলের দিকে সরাসরি তোপ দেগে শুভেন্দুর মন্তব্য, '১৫ বছরের মহা-জঙ্গলরাজের পরিণতি এটা। নতুন সরকার দায়িত্ব নিলেই অপরাধীদের দমন শুরু হবে। অভয়ার মতো বিচার যেন চাপা না পড়ে, তা দেখব।'

বৃহস্পতিবার শুভেন্দু জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। ডিজি শুভেন্দুকে জানিয়েছেন, খুনে ব্যবহৃত মোটরবাইকটি ঘটনাস্থল থেকে চার কিলোমিটার দূরে পাওয়া গিয়েছে। শুভেন্দু এ-ও জানিয়েছেন যে, চন্দ্রনাথের চণ্ডীপুরের বাড়িতেও যাবেন তিনি। সেখানে পূর্ব মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কেরা সকলে রয়েছেন বলে জানান তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'আমার কর্তব্য হল, চন্দ্রনাথের স্ত্রী-কন্যাসন্তানকে দেখা।'

> একটি নিষ্পাপ, শিক্ষিত, তরুণকে খুন করা হল কেবলমাত্র বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক বলে আর শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছে বলে।
> — শুভেন্দু অধিকারী

রাজনৈতিক প্রতিহিংসাতেই পরিকল্পিত খুন, ক্ষুব্ধ শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ড নিয়ে এ বার তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। চন্দ্রনাথের খুনকে একটি পরিকল্পিত, প্রতিহিংসাজনিত, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করছেন তিনি। শমীকের কথায়, 'সিংহ স্থবির বলে যদি কেউ মনে করে তাকে পদাঘাত করবে, সে ভুল করছে।'

বৃহস্পতিবার সকালে বারাসাত হাসপাতালে যান শমীক। বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, চন্দ্রনাথ একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরদূরান্তেও কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি শুধু একজনের আপ্তসহায়ক। এ হেন চন্দ্রনাথকে হত্যার উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শমীক। বিজেপির রাজ্য সভাপতি নিজে যে ভোটের পর থেকে দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকার বার্তা দিচ্ছেন, পুলিশকে দলীয় রং না দেখে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছেন, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এ সবের পরেও চন্দ্রনাথের হত্যার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিজেপির রাজ্য সভাপতি। শমীক বলেন, 'আমাদের কি ক্ষমতা নেই? সিংহ স্থবির বলে যদি কেউ মনে করে তাকে পদাঘাত করবে, সে ভুল করছে। আমরা তৃণমূলের ভাষায় কথা বলতে পারি, কথা বলতে জানি। কিন্তু তা-ও বলছি না, বলব না। এটাই আমাদের অবস্থান।'

শমীকের কথায়, 'দুষ্কৃতীরা মঙ্গলগ্রহ থেকে এসে মারেনি। এত বড় যখন পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, তখন স্থানীয় দুষ্কৃতীরা বা স্থানীয় (তৃণমূল) নেতারা জানত না, এমন ঘটনা আগে ঘটেনি।' নতুন সরকারের শপথগ্রহণ পর্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন পশ্চিমবঙ্গে। সে কথা স্মরণ করিয়ে শমীকের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা দেওয়ার জন্যই কি এই হত্যা করা হল? না কি বিজেপির বুকে আঘাত করার জন্য এটি করা হল?

চণ্ডীপুরে চন্দ্রনাথের শেষকৃত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের দেহ বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের পরেই চণ্ডীপুরের উদ্দেশে দেহ নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন চন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠেরা। বিকেলে বাড়ির সামনে দেহ ঘিরে বিপুল জনসমাগম হয়। জাতীয় পতাকায় দেহ মুড়ে চন্দ্রনাথকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁর পরিচিত এবং অনুগামীরা। স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাও সেখানে ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান ওঠে।

বিজেপির জেলা নেতৃত্ব চণ্ডীপুরে চন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। ছিলেন জেলায় বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রার্থীরাও। চন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরেই তাঁর দেহ রাখা ছিল। পরে তা বাড়িতে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

মধ্যমগ্রামে বুধবার রাতে খুন হয়েছেন শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালানো হয়। বাইকে করে এসেছিল দুষ্কৃতীরা। চন্দ্রনাথ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন শুভেন্দু-সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিজেপি কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দীর্ঘ ক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের

হাসপাতালে গিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তা। চন্দ্রনাথের আত্মীয় এবং শুভেন্দু-সহ বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। রাতেই অপরাধে ব্যবহৃত একটি চারচাকার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। বৃহস্পতিবার পাওয়া গিয়েছে দুষ্কৃতীদের বাইকও। তবে দু'টিতেই নম্বরপ্লেট ছিল ভুয়ো। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চন্দ্রনাথের হত্যার নিন্দা করে রাতেই বিবৃতি দিয়েছিল তৃণমূল। তারা এই ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, ভবানীপুরে মমতা পরাজিত হওয়ার কারণে এবং শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক হওয়ার কারণেই চক্রান্ত করে চন্দ্রনাথকে খুন করা হয়েছে। তবে দলের কর্মীদের সংযত থাকার বার্তা দিয়েছেন বিদায়ী বিরোধী দলনেতা।

উল্লেখ্য, এই খুনের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা ইতিমধ্যেই তিন সন্দেহভাজনকে আটক করেছেন। একই সঙ্গে গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল। ঘটনাস্থলের প্রতিটি চিহ্ন, গাড়ির গায়ে লেগে থাকা বুলেটের দাগ, এমনকি মোবাইলের অবস্থানও এখন তদন্তের কেন্দ্রে। পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত, হামলাকারীরা আগে থেকেই পথ, সময় এবং লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা গুলির গতিপথ থেকে অস্ত্রের ধরন বোঝার চেষ্টা করছেন। আশপাশের নজরদারি চিত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা শিলিগুড়ির একটি নম্বর নকল করে বাইকে লাগিয়েছিল। উদ্দেশ্য, পুলিশকে বিভ্রান্ত করা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় ব্যবহৃত একটি চার চাকা গাড়ি ইতিমধ্যেই আটক। নম্বর যাচাই করে দেখা যায়, আসল মালিকের গাড়ি তাঁর কাছেই আছে। অর্থাৎ আততায়ীরা অন্য গাড়ির নম্বর হুবহু জাল করে ব্যবহার করেছে।

রাজ্যজুড়ে চলছে কড়া নাকা তল্লাশি। জাতীয় সড়কগুলিতে বিশেষ নজর। সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে হামলাকারীদের পালানোর পথ খুঁজছে পুলিশ। তদন্তে নেমেছে এসটিএফ-ও। দেখা হচ্ছে, এর পিছনে কোনও বড় চক্র আছে কি না। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এটি আকস্মিক নয়। গতিবিধি নজর রেখে ছক কষেই হামলা। রাজনৈতিক শত্রুতা না ব্যক্তিগত আক্রোশ, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

'সিঁদুরে'র বর্ষপূর্তিতে সন্ত্রাসবাদে কড়া মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ মে: জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরবর্তী অধ্যায়ে পাক ভূখণ্ডে যে সিঁদুর অভিযান চালানো হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সেই অভিযানের এক বছর পূর্ণ হল। সিঁদুর অভিযানের বর্ষপূর্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এক্স হ্যান্ডলে মোদী লেখেন, 'নিরাপরাধ, নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর পহেলগাঁওয়ে যারা হামলা চালিয়েছিল, আমাদের বাহিনী সেই হামলার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। তাদের সাহস, বাহাদুরিকে কুর্নিশ জানাই।' এর পরই প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা, সন্ত্রাবাদকে দমন করতে যে দৃঢ় সঙ্কল্প নেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্কল্পে অটল থাকবে গোটা দেশ। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদকে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মোদী।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ জনকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। সেই হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক

সংঘাতের আবহ তৈরি হয়। হামলার জবাবে গত বছরের ৭ মে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে সিঁদুর অভিযান চালায়। সেই অভিযানে পাক ভূখণ্ডে জঙ্গিদের একের পর এক ডেরা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। শতাধিক জঙ্গির মৃত্যু হয় সেই হামলায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের উপর আঘাত এলে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। সিঁদুর অভিযানের মাধ্যমে সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। গোটা দেশ আমাদের বাহিনীর সাহসিকতায় গর্বিত।' শুধু তা-ই নয়, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে দেশ যে সামরিক এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়েছে সিঁদুর অভিযান তা-ও প্রমাণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আজকে, এক বছর পরেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছি। আগামী দিনেও সন্ত্রাসবাদকে আরও কড়া হাতে দমন করা হবে।'

রাজ্যপালের বিজ্ঞপ্তিতে ভাঙল বিধানসভা, মুখ্যমন্ত্রী বেছে নিতে আজ বৈঠক শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নের আলো নেভার আগেই রাজভবনের কলমে ইতিহাসে ঢুকে গেল তৃণমূলের দেড় দশকের শাসন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল আরএন রবির স্বাক্ষরে ভেঙে দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। ৭ মে ২০২৬ থেকে কার্যকর এই সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পরে আজই রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরিষদীয় দলনেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্যই শাহের এই সফর। শুক্রবারই পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। অমিত শাহের নেতৃত্বে ওই বৈঠকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বেছে নেওয়া হবে। কাল, শনিবার ব্রিগেডে শপথ নেবেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরে দিল্লি ফিরে যাবেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট, সংবিধানের ১৭৪(২)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল তাঁর আদেশক্রমে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৭৫-পি.এ./১এল-০৩/২০২৬। সংসদীয় বিষয়ক

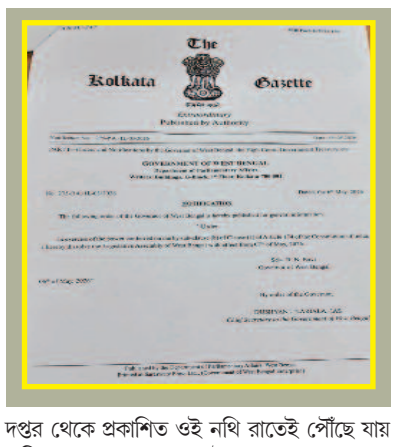

দপ্তর থেকে প্রকাশিত ওই নথি রাতেই পৌঁছে যায় কমিশনের দপ্তরে। ভোটে পরাজয়ের পরেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা না দেওয়ায় সাংবিধানিক জট তৈরি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় সরকারের মেয়াদ শেষ। অথচ বিজেপি ঠিক করেছে, ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন শপথ নেবে নতুন মন্ত্রিসভা। ফলে মাঝের ২৪ ঘণ্টা প্রশাসনিক শূন্যতার আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই ফাঁক ভরাতেই রাজ্যপালের এই শেষ মুহূর্তের হস্তক্ষেপ, বলছে রাজনৈতিক মহল।

এই বিজ্ঞপ্তি নিছক নিয়মরক্ষা নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের জট খুলে নতুন সরকারের পথ মসৃণ করল রাজভবন। একই সঙ্গে অবসান হল ১৫ বছরের তৃণমূল জমানার। ভোটের ফল ঘোষণার পরেও প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাজ্যপালকে সরাসরি সক্রিয় হতে হল। বাংলার ক্ষমতার সংস্কৃতিতে এ এক নতুন অধ্যায়। ৯ মে ব্রিগেডে শপথের অপেক্ষায় এখন গোটা রাজ্য।

এদিকে, ফল ঘোষণা হতেই রাজ্যে উঠে গেল আদর্শ আচরণবিধি। নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা সম্পূর্ণ হওয়ায় অবিলম্বে আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪৪ নম্বর আসনে পুনর্ভোটের নির্দেশ থাকায় সেখানে আপাতত আচরণবিধি বহাল থাকবে। তবে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্ভোটের সিদ্ধান্তের কারণে ওই কেন্দ্রে এখনও আচরণবিধি বহাল থাকবে বলে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ওই কেন্দ্রের কিছু বুথে ভোটগ্রহণ ঘিরে অভিযোগ জমা পড়েছিল।

বাংলার ভোটে মাফিয়াগিরি, কালীঘাটে তির অখিলেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহুস্তরীয় মাফিয়াগিরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে। বৃহস্পতিবার কালীঘাটে গিয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে এই অভিযোগ তুললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। তিনি বলেন, 'বিজেপি, কমিশন, ওদের সঙ্গীসাথী, আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকজন মিলে পুরোটা করেছে। পুরো ভোট লুটে নিয়েছে।'

বৃহস্পতিবার মমতার বাড়িতে ঢোকার সময় অখিলেশ অভিষেককে বলেন, 'তুমি দারুণ লড়েছ।' সমাজবাদী পার্টির প্রধানকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানানোর সময় মমতা বলেন, 'আমরা তো হেরে গিয়েছি।' জবাবে অখিলেশ বলেন, 'না না, আপনারা হারেননি।' এর পর ভিতরে প্রবেশ করেন সপা

সভাপতি। মমতা এবং অভিষেকের উদ্দেশে বলেন, 'বুলেটের মুখে ভোট করানো হয়েছে বাংলায়। সরকারি স্তরে আমলা বদল করে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আপনাদের হারাতে হবে।' অখিলেশের দাবি, কোনও কোনও আমলাকে কেন্দ্রের শাসকদলের তরফে বলা হয়েছিল, ভোটে তৃণমূলকে হারালে ভাল পোস্টিং দেওয়া হবে।

বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর তৃণমূল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার অখিলেশের বক্তব্যে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে হতাশাও ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'দিদি নিরাশ হওয়ার মানুষ নন। তিনি লড়াইয়ের মানুষ। বিজেপি পুরুষতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক। তাই মহিলা বলে দিদিকে নিশানা করা হয়েছে। ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নিলে কী ভাবে গণতন্ত্র বেঁচে থাকতে পারে?'

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশে উত্তরপ্রদেশের ভোটেও সন্ত্রাসের নানা উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, 'পুরো ভোট প্রক্রিয়া বদলে দিয়েছে।' অভিষেকের সুরেই কাউন্টিং সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোরও দাবি তোলেন বিজেপি বিরোধী সর্বভারতীয় জোট 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম নেতা।

ব্রিগেডে ‘জাতীয়’ শপথমঞ্চ! থাকবেন মোদী-শাহ থেকে একাধিক মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার জয়কে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে চাইছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গঠনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিজেপি। আর সেই ‘ঐতিহাসিক জয়’-কে শুধু রাজ্যের গণ্ডিতে আটকে রাখতে চাইছে না গেরুয়া শিবির। তাই নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কার্যত জাতীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপ দিতে চলেছে বিজেপি। শনিবার, পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হবে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ। আর সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বুধবার দুপুর থেকেই ব্রিগেডে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর প্রস্তুতি। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তো থাকছেনই, পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, নিতিন গডকড়ী, বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকতে পারেন ওই অনুষ্ঠানে। থাকবেন বিজেপির বর্তমান সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও। দলীয় নেতৃত্বের মতে, পশ্চিমবঙ্গে জয় বিজেপির কাছে শুধু একটি রাজ্য দখলের ঘটনা নয়, বরং জাতীয় রাজনীতির এক বড়

মাইলফলক। সেই কারণেই ব্রিগেডের শপথমঞ্চকে ‘জাতীয় বার্তা’র মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। শপথের আগে অবশ্য বাকি রয়েছে বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন। শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কদের প্রথম বৈঠক ডাকা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন অমিত শাহ। সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। ওই বৈঠকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচিত হবেন বিজেপি পরিষদীয় দলের নেতা তথা বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। পরের দিন ব্রিগেডের মঞ্চ থেকেই তিনি শপথ নেবেন।

তবে শনিবার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা শপথ নেবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিজেপি সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি দু’জন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী শপথ নিতে পারেন। যদিও সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ব্রিগেডে শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ঘিরে কলকাতা পুলিশও নড়েচড়ে বসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় তিন থেকে চার হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে ব্রিগেড ও সংলগ্ন এলাকায়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিজে গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি করবেন। অতিরিক্ত কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার এবং ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকদেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ব্রিগেড ময়দান এবং আশপাশের এলাকা একাধিক সেক্টরে ভাগ করে নজরদারি চালানো হবে। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন এক জন করে উচ্চপদস্থ আধিকারিক। নজরদারির জন্য আশপাশের বহুতল ভবনগুলিকেও ব্যবহার করা হবে। আকাশপথেও চলবে নজরদারি। যদিও ব্রিগেড এলাকা ‘নো-ফ্লাই জোন’ হওয়ায় সেখানে ড্রোন ব্যবহার করা হবে না। নিরাপত্তা বলয়ে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতির সম্ভাবনার কারণেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভিভিআইপি মুভমেন্ট, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যান্টি-স্যাবোটাজ তল্লাশি; সব ক্ষেত্রেই একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হচ্ছে। শুধু রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, রবীন্দ্রজয়ন্তীর আবহকে মাথায় রেখে সাংস্কৃতিক আয়োজনেরও পরিকল্পনা করছে বিজেপি। মূল মঞ্চের পাশাপাশি আলাদা সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরির ভাবনা রয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রসংগীত এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন হতে পারে। ভিভিআইপি অতিথিদের জন্য মূল মঞ্চে বিশেষ আসন থাকবে। পাশাপাশি গোটা ব্রিগেড জুড়েই চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা চলছে। দলীয় সূত্রে খবর, ব্রিগেডে বিশাল জমায়েত নিশ্চিত করতে প্রত্যেক নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ককে অন্তত এক হাজার কর্মী-সমর্থক আনার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। শুধু জয়ী আসন নয়, যেখানে বিজেপি হেরেছে, সেই সব কেন্দ্র থেকেও কর্মী-সমর্থকদের আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শনিবার সকাল ১০টা থেকে শপথ অনুষ্ঠান শুরু হবে। তবে গোটা কর্মসূচি দীর্ঘ হতে পারে। বিজেপি নেতৃত্বের অনুমান, নির্বাচনী প্রচারের ব্রিগেড সমাবেশের মতোই কয়েক ঘণ্টা ধরে চলতে পারে এই অনুষ্ঠান।

ক্ষমতার সমীকরণ বদলাতেই কি ‘সুরবদল’? পুলিশ নেতা বিজিতাশ্ব রাউতকে ঘিরে তুঙ্গে জল্পনা

দেবাশিস দে

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহ তৈরি হতেই খোলস ছাড়তে শুরু করেছেন প্রশাসনের প্রভাবশালী কর্তাদের একাংশ। এই তালিকায় বর্তমানে সবথেকে চর্চিত নাম পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির দাপুটে নেতা বিজিতাশ্ব রাউত। নতুন সরকার গঠনের প্রাক্কালে তাঁর সাম্প্রতিক অবস্থান এবং বার্তার ধরনে আমূল পরিবর্তন দেখে পুলিশ ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র গুঞ্জন। প্রশ্ন উঠছে, এটি কি স্রেফ পেশাদারিত্বের খাতিরে, নাকি আগাম পরিস্থিতি বুঝে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এই ‘ভোলবদল’? বিতর্কের মূলে রয়েছে পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশ্যে রাউতের একটি সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞপ্তি। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রশাসনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি পুলিশ কর্মীকে সংযত ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের পাশাপাশি বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে এই বার্তা প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিলেও, এর নেপথ্যে থাকা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজিতাশ্ব রাউতের এই অবস্থান পরিবর্তন

অত্যন্ত নাটকীয়। কারণ, বিগত সরকারের আমলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই শাসকদলের হয়ে সওয়াল করার গুরুতর অভিযোগ ছিল। এমনকী বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে পরাজিত করার ডাক দিয়ে তিনি একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। পুলিশের মতো একটি অরাজনৈতিক ও সুশৃঙ্খল বাহিনীর প্রতিনিধির মুখে এমন মন্তব্য নিয়ে সেই সময়েই সরব হয়েছিল তৎকালীন বিরোধী শিবির। তাঁদের অভিযোগ ছিল, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে তিনি সরাসরি রাজনৈতিক দাসে পরিণত হয়েছিলেন।

বর্তমানে ক্ষমতার সমীকরণ বদলের মুখে সেই রাউতই এখন অনেক বেশি সতর্ক ও সংযত ভাষা ব্যবহার করছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল হিসেবেই তিনি এখন প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার কথা বলছেন। একেই অনেকে ‘ভোলবদল’ হিসেবে দেখছেন।

রাউতের এই অবস্থানে পুলিশের অন্দরেও তৈরি হয়েছে চাপা অসন্তোষ। বাহিনীর নিচুতলার কর্মীদের একাংশের দাবি, ক্ষমতার মধু এতদিন যাঁরা ভোগ করেছেন, এখন পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে তারাই আবার নীতি-আদর্শের কথা বলছেন। এটি আসলে নিজের পদ ও অবস্থান সুরক্ষিত রাখার একটি মরিয়া চেষ্টা। বিরোধী শিবিরের কটাক্ষ, ক্ষমতার পালাবদল বুঝেই এখন অনেকে সুর বদলাচ্ছেন। এটা সুবিধাবাদী রাজনীতির আদর্শ উদাহরণ।

যদিও বিজিতাশ্ব রাউতের ঘনিষ্ঠ মহল এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাঁদের দাবি, সংগঠনের প্রধান হিসেবে বাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলা তাঁর রুটিন কাজ। এর মধ্যে রাজনৈতিক রং খুঁজে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, নতুন সরকার শপথ নেওয়ার আগেই বিজিতাশ্ব রাউতকে ঘিরে শুরু হওয়া এই বিতর্ক রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে প্রশাসনের উঁচু তলায় এই ধরনের অবস্থান বদলের ঘটনা আগামী দিনে আরও সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পরিষেবা সচল রাখতে টিটাগড় পুরসভা পরিদর্শন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরিষেবা সচল রাখতে বৃহস্পতিবার বেলায় ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী পরিদর্শন করলেন টিটাগড় পুরসভা। এদিন বিধায়ককে পুরসভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। হাজির ছিলেন পুরপ্রধান কমলেশ সাউ, উপ-পুরপ্রধান মহম্মদ জলিল, প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী-সহ আধিকারকরা। নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে ব্যারাকপুরের বিধায়ক পুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে একপ্রস্ত আলোচনা সারেন। আলোচনা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুর বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী বলেন, স্থায়ী কর্মীদের সাত মাসের বেতন বকেয়া আছে। আপাতত, কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া অস্থায়ী কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবি করেছেন। অস্থায়ী কর্মচারীদেরও বেতন বাড়ানো হবে। ব্যারাকপুরের বিধায়ক এদিন সাফ জানিয়ে দেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী, বর্তমান পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান-সহ কোনও কাউন্সিলরকে পদত্যাগ করতে হবে না।

তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে তাণ্ডবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোট মিটতেই ফের রক্তাক্ত হাওড়া। বুধবার দুপুরে শিবপুর ট্রাম ডিপো এলাকায় বহিরাগত যুবকদের নিয়ে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল কুখ্যাত দুষ্কৃতী শামিম আহমেদ ওরফে বড়ের বিরুদ্ধে। সে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামী। স্থানীয়দের দাবি, সাত রাউন্ড গুলি ও বোমাবাজিতে জখম হয়েছেন বিজেপির সক্রিয় কর্মী মুন্না খান, মনোজ খান ও সিকান্দার খান। শিবপুর বিধানসভায় গেরুয়া শিবিরের হয়ে কাজ করাই তাঁদের অপরাধ। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বড়ের বিরুদ্ধে লুঠপাট, মারধর থেকে রামনবমীর মিছিলে ইট ছোড়ার একাধিক মামলা আছে শিবপুর থানায়। এনআইএ-র খাতাতেও নাম রয়েছে তার। ভোটের আগে এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও ভোট মিটতেই ফেরে সে। হামলার পর থেকেই পলাতক বড়ে ও তার দলবল। এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। শিবপুর থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ক্ষমতা বদলের মুখে দাঁড়িয়ে পুরনো দুষ্কৃতীদের ফের সক্রিয় হওয়া আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

চা-বলয়ে পদ্মঝড়, তৃণমূল শূন্য, মজুরি বাড়ার আশায় দিন গুনছে উত্তরবঙ্গের চা বলয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গের চা-বলয় ফের বিজেপিকেই বেছে নিল। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের ১৮টি আসনেই গেরুয়া শিবিরের জয়। একটিও পায়নি তৃণমূল। ২০১৬-তে মাদারিহাট থেকে মনোজ টিগ্গার জয়ে উত্তরে পদ্মের যাত্রা শুরু। তারপর ২০১৯ ও ২০২৪-এর লোকসভায় তিন জেলাই গিয়েছে বিজেপির দখলে। ২০২১-এ আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি আসনেই জিতেছিল তারা। এবার চার জেলায় তৃণমূল নিশ্চিহ্ন। জয়ের নেপথ্যে প্রায় চার লক্ষ চা-শ্রমিকের মজুরি-ক্ষোভ। ২০১১-তে দৈনিক মজুরি ছিল ৬৭ টাকা, এখন ২৫০ টাকা। ২০ দফা বৈঠকেও ন্যূনতম মজুরি লাগু হয়নি। বন্ধ হয়েছে একাধিক বাগান। মালবাজারের জয়ী প্রার্থী আদিবাসী নেতা শুক্রা মুণ্ডার প্রতিশ্রুতি, সরকার গড়েই চা-শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি মেটাব। ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশচন্দ্র রায়ের কথায়, জল, স্বাস্থ্য, রাস্তার সমস্যা মেটাব। দুর্দিনেও ওঁরা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন।

১৫ বছর তৃণমূলের শাসনে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ২০১৯ থেকেই বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন শ্রমিকরা। এবার রাজ্যের মসনদে বিজেপি। ফলে ডুয়ার্স-তরাই-পাহাড়ের ২৭৬টি বাগানের শ্রমিকরা তাকিয়ে সুদিনের দিকে। মজুরি বাড়বে কি না, জবাব দেবে সময়।

রাজ্যে নিযুক্ত দুই বিশেষ পর্যবেক্ষককে দায়িত্বমুক্ত করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ হতেই রাজ্যে নিযুক্ত দুই বিশেষ পর্যবেক্ষককে দায়িত্বমুক্ত করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে জারি করা পৃথক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার এন কে মিশ্র এবং অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার সুব্রত গুপ্তকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি এম এল মীনার সই করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ায় বিশেষ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্বের আর প্রয়োজন নেই। সেই কারণেই তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এন কে মিশ্রকে চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। অন্যদিকে সুব্রত গুপ্তকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গত বছরের ২৮ নভেম্বর।

পানিহাটিতে বোমাবাজির ঘটনায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার দু’নম্বর ওয়ার্ডের হরিশ চন্দ্র দত্ত রোডে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। বাইকে চেপে এসে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, বুধবার

রাতে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সময় বাইকে চেপে চার দুষ্কৃতী আচমকা হানা দেয়। বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে পরপর তিনটে বোমা ছুঁড়ে ওরা চম্পট দেয়। বোমার আঘাতে পাঁচজন বিজেপি কর্মী জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বোমাবাজির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ খড়দা থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

দখল করা ক্লাব তৃণমূলের হাতে ফিরিয়ে দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে একের পর এক ক্লাব ও শাসকদলের দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপির দাবি, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে দলের পুরনো কর্মীদের কোনও যোগ নেই। তাদের বক্তব্য, কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি রাতারাতি বিজেপির পতাকার তলায় আশ্রয় নিয়ে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছিল। এই আবহেই দুর্গাপুরের চণ্ডীদাস এলাকায় দখল হওয়া একটি ক্লাব ফেরত দেওয়ার ঘটনা সামনে এল। অভিযোগ, স্থানীয় দেশবন্ধু বয়েজ ক্লাব দখল হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি সামনে আসতেই বিজেপি নেতৃত্ব এলাকায় মাইকিং করে সতর্কবার্তা দেয়, কোনওরকম অশান্তি বা দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না। এরপর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে চণ্ডীদাস হেল্‌থ সেন্টার সংলগ্ন দেশবন্ধু বয়েজ ক্লাবটি পুনরায় ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। এ প্রসঙ্গে পারিজাত গাঙ্গুলি বলেন, ‘কোথাও কোনও অশান্তি হোক, আমরা চাই না। ক্লাবটি দখল হওয়ার খবর পেয়েই এখানে এসেছি। যারা এই ক্লাবের সদস্য, তাঁদের হাতেই ক্লাব ফিরিয়ে দেওয়া হল।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Kareena Shankar Tilwani, W/o, Sanjay Arjandas Gangwani, residing at 8/1C, Chowringhee Lane, Kolkata-700016, solemnly affirm and declare in the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate Kolkata vide Affidavit No. 19023 dated 27th April 2026 that I have Changed my name as Kareena Gangwani. That Kareena Gangwani and Kareena Shankar Tilwani are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sankar Chatterjee s/o Late Prankumar Chatterjee r/o Abhayanagar Colony, Bally C.T Howrah Sadar, Howrah, West Bengal - 711205, do hereby declare that my name has been recorded as Sankar Chatterjee in Voter Id issued by the Election Commission, however my name was recorded as Bapi Chatterjee instead of Sankar Chatterjee in my Aadhar Card and Pan Card, as declared before Bidhannagar Court, North 24 Parganas (WB) vide affidavit no. 1661 Dated 06.06.2026. Sankar Chatterjee and Bapi Chatterjee both are same and identical person.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী শঙ্খ সবুজ গোস্বামী মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১০০০১-১৯৬৯ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এসআর বারাসত, হোল্ডিং নং ২৩১, বঙ্কিম পল্লি (পূর্ব) মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, গৃহ সরঞ্জাম স্থানান্তরের সময়ে ২৪.০১.২০২৬ তারিখে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মধ্যমগ্রাম থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই ২০ তারিখ ০১.০৫.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি/দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানান।

শচীন সাহা
অ্যাডভোকেট
টি২৪, ৪র্থতল, ১৯,নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১,ফোন : ৯৮৭৪৭৪৭৩৪৯

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 10131 নং এফিডেভিট আমি Md Salahuddin Sarkar S/o. Md Sahanewaj Sarkar, R/o. Ghoshpur, Pawnan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার (W.B.B.S.E.) শিক্ষাগত নথিপত্রে আমার পিতার সঠিক নাম Md Sahanewaj Sarkar-এর পরিবর্তে Sahanewaj Sarkar লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Md Sahanewaj Sarkar ও Sahanewaj Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 06/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা, কোর্টে 275 নং এফিডেভিট আমি Aabir Adak S/o. Nabakumar Adak, R/o. Purba Gobindapur, Prasadpur, Jangipara, Hooghly-712404, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশান সার্টিফিকেট ও অন্যান্য নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Aabir Adak-এর পরিবর্তে Mantu Adak (Nick Name) লিপিবদ্ধ আছে। আমি Aabir Adak ও Mantu Adak S/o. Nabakumar Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7285 নং এফিডেভিট বলে আমি P. Jayvel Mudeliyar S/o. Panchanandan Mudaliyar ও Jayvel Mudaliyar S/o. P. N. Mudaliyar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7288 নং এফিডেভিট বলে আমি Arindam Das S/o. Ashis Das ও Arindam Das S/o. A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জিলা হুগলী, সদর মহকুমার
ডেলিগেট আদালত
রেফাঃ- অ্যাক্ট ৩৯কেস নাম্বার ৭৫/ ২০২৫
দরখাস্তকারী – গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় ওঃ গৌতম গাঙ্গুলী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে বুড়োশিবতলা, পোঃ – বুড়োশিবতলা, থানা – চুঁচুড়া, জিলা – হুগলী, পিন – ৭১২১০৫, নিবাসীর অধুনা মৃত অজিত কুমার গাঙ্গুলী, পিতা– মৃত নলিনী কুমার গাঙ্গুলী, তাহার কিছু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তাহার পুত্র শ্রী গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় ওঃ গৌতম গাঙ্গুলীর নামে উইল করিয়া গিয়াছেন। অত্র দরখাস্তকারী, মৃত অজিত কুমার গাঙ্গুলী তাহার পুত্র বিধায় উপরোক্ত সম্পত্তি সংক্রান্তে প্রোবেট পাইবার নিমিত্ত জিলা হুগলী, সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালতের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, যাহার নং- অ্যাক্ট ৩৯ কেস নাম্বার ৭৫/ ২০২৫। দরখাস্তকারীর উক্ত প্রার্থনা মোতাবেক যদি কাহারো কোনরূপ দাবী অথবা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপন দাবী পেশ করিবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমায় একতরফা বিবেচিত হইয়া যথা বিহিত আদেশ হইবে।
দরখাস্তকারীর তরফ উকিলবাবু
শ্রী সন্দীপ কুমার শীল (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত

আদালতের অনুমত্যানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জিলা - হুগলী, সদর মহকুমার
ডেলিগেট আদালত

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
প্রবেট কেশ নং-০৬/২০২৬
বাপ্পা রায় ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার অন্তর্গত মির্জাবাজার (উত্তর কুমারপাড়া) সাকিন এর সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত ক্ষেমেন্দ্র নাথ মজুমদার এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। তপশীল: M/S KHEMENDRA KUMAR MAZUMDAR & CO, Amount of Capital of Rs. 50,00,000/- অনুমত্যানুসারে
বরুন কুমার সাঁতরা (সেরেস্তাদার)
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর 05/5/26

নোটিশ

এই মর্ম্মে সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে আমার মক্কেলগণ ১। রবীন্দ্র কুমার সেন, পিতা- শচীন্দ্র কুমার সেন, ২। সংযুক্তা সেন স্বামী- সুবীর কুমার সেন, ৩। সম্বীত সেন পিতা- সুবীর কুমার সেন, সাং- পূর্ণদাস রোড কলকাতা-২৯ গত ইংরাজী ১০.০১.২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ১নং বহির ০৩ নং একখণ্ড আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মৌজা ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার L.R ১২৮৩৩ নং খতিয়ানভুক্ত L.R. ১৮৮২৩ নং দাগে ১.৬৫ শতক জমি প্রসেনজিত সরকার, পিতা- নদীরাম সরকার, সাং-ষষ্ঠীতলা, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত রবীন্দ্র কুমার সেন ও সংযুক্তা সেন ও সম্বীত সেন উপরোক্ত আমমোক্তার দ্বারা উক্ত সম্পত্তি সন্ধ্যা শীলকে হস্তান্তর করিয়াছেন এবং সন্ধ্যা শীল কৃষ্ণনগর -১ B.L & L.R.O অফিসে রেকর্ড পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এতদবিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর -১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন। সন্দীপ রায়, এ্যাডভোকেট, জাজেস কোর্ট, নদীয়া।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই মে, ২৪শে বৈশাখ। শুক্র বার। ষস্ঠি তিথি। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশাকাল, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : J / k নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ঞ্চ নামের মানুষের থেকে যে ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S/ N নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন । জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল । সময় নেওয়া ভালো ।অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ ।বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে ।পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৮ মে ২০২৬, ২৪ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার

নিউ মার্কেটে বুলডোজার-তাণ্ডব

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বুকে বুলডোজার চালিয়ে পার্টি অফিস আর মাংসের দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা এবার আদালতের দরজায়। পুলিশের সামনেই হগ মার্কেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাঙচুর চলল কীভাবে, সেই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন এক আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, পুরসভার সদর দপ্তরের পাশে নিউ মার্কেটে যদি জেসিবি এনে ডিজে বাজিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যায়, তবে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কী হবে? দীর্ঘ সময় ধরে ভাঙচুর চললেও পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলে অভিযোগ। উপস্থিত আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে শাস্তির আর্জি জানানো হয়েছে। পালাবদলের পর রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া হিংসার ঘটনাতেও আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মামলাকারী। ইতিমধ্যে আট জনকে ধরেছে পুলিশ। দাবি, বিজয় মিছিলের অনুমতি থাকলেও বুলডোজার ব্যবহারের ছাড়পত্র ছিল না। ভিডিও দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। বুলডোজারের মালিক-চালকের খোঁজ চলছে। লালবাজারের কড়া বার্তা, শহরে জেসিবি নিয়ে মিছিল নিষিদ্ধ। ভাড়া দিলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবানীভবনও সতর্ক করেছে। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনের ভিডিও পোস্টের পরই বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে।

১৫ বছর পর রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আর এই আবহে নির্বাচনের গণনার দিনই গভীর রাতে নিউ মার্কেট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, বিজেপির ঝান্ডা হাতে একদল যুবক হগ মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় হকারদের অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে দেয়। পাশাপাশি তৃণমূলের পার্টি অফিসও ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমানসে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। শপথের আগে এই বুলডোজার রাজনীতি নতুন সরকারের জন্য বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াল।

টাটাকে ৭৬৫ কোটি দিতে হবে না এখনই, স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঙ্গুর-পর্বে নতুন মোড়। কারখানা না গড়তে পারার জন্য টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশে আট সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের শর্ত, ওই সময়ের মধ্যে রাজ্যকে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে হবে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে তিন প্রাক্তন বিচারপতির সালিসি কমিটি এই ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়। সঙ্গে ২০১১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে সুদ ও মামলার খরচ বাবদ আরও ১ কোটি টাকা মেটাতে বলা হয় রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমকে। সেই রায়ের বিরুদ্ধেই আবেদন করেছিল তৃণমূল সরকার। আদালত এদিন রাজ্যকে সম্পত্তি বা নগদ অর্থ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি মামলা করার জন্য নিগমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। ২০০৬ সালে ন্যানো প্রকল্পের জন্য সিঙ্গুরে জমি নেওয়া হয়। ২০০৮-এ

রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে গুজরাতে সরে যায় টাটা। ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করে কৃষকদের ফেরত দিতে বলে। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পরেই এই স্থগিতাদেশ। সিঙ্গুরের মানুষের আশা, যে জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, সেখানে এবার শিল্পের আলো জ্বলুক।

২০২৩ সালেই এই মামলা দায়ের হয়। যদিও সেই মামলা খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। এরপর ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। সেখানেও ধাক্কা খেতে হয় সরকারকে। এই মামলা খারিজ করে হাই কোর্টে শুনানির জন্য ফেরত পাঠায়। দীর্ঘ সময় অনিরুদ্ধ রায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। তবে শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছিল আগে। এর মধ্যেই রাজ্যে পরিবর্তন হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের বেশি আসনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। এরমধ্যেই তৎকালীন সরকারের দায়ের করা মামলায় ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে ৮ সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল

■ চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল আজ, ৮ মে প্রকাশিত হবে। সকাল সাড়ে ৯টায় সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করবেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, দশটা পনেরো থেকে ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। পর্ষদ জানিয়েছে, www.wbbsedata.com, www.wbbse.wb.gov.in, www.iResults.in এই ওয়েবসাইটগুলিতে রেজাল্ট দেখা যাবে। এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮৪ দিনের মাথায় প্রকাশিত হতে চলেছে মাধ্যমিকের ফল। ওয়েবসাইটে কোনও টেকনিক্যাল কারণে ফলাফল দেখতে অসুবিধা হলে ছাত্রছাত্রীরা এসএমএস-এর মাধ্যমেও দ্রুত ফলাফল জানতে পারবে। এর জন্য মোবাইলের মেসেজ বক্সে গিয়ে ঢঙ্ক ১০ রোল নম্বর লিখে পাঠাতে হবে ৫৬০৭০, ৫৬২৬৩ অথবা ৫৬৭৬৭৫০ নম্বরে। এছাড়াও গুগল প্লে-স্টোর থেকে অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে সরাসরি রেজাল্ট দেখার সুযোগ থাকছে। চলতি বছরের ২ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। ৯ লক্ষ ৭১ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল। পরীক্ষার ফল ঘোষণার আগে এই মুহূর্তে উৎকণ্ঠায় পরীক্ষার্থীরা।

পুলিশের নামে ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি

■ সমাজমাধ্যমে কলকাতা পুলিশের একাধিক ভুয়ো নির্দেশিকা ভাইরাল! যা নিয়ে জনমানসে ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। এবার এই বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানে নাম লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কে বা কারা এই ভুয়ো নির্দেশিকা ভাইরাল করছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে, শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। বুধবারই কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা স্পষ্ট জানান, বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাও রুজু করা হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ যাতে কোনও গুজবে কান না দেন সেই বার্তাও দেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৫ বছরের পর রাজ্যে পালা বদল হয়েছে, তারপর থেকে ভোট পরবর্তী হিংসা-সহ ভাঙচুর, খুন নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ তপ্ত, তারই মাঝে কলকাতা পুলিশের নামে নানা ভুয়ো নির্দেশিকা জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

শপথের দিনেই কমলা সতর্কতা

■ নতুন সরকারের শপথের দিনেই আকাশের মুখ ভার। পঁচিশে বৈশাখ ব্রিগেডে শপথ নেবে নবনির্বাচিত মন্ত্রিসভা। হাজির থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী-সহ ভিভিআইপিরা। কিন্তু হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, ওই দিনই রাজ্যজুড়ে কমলা সতর্কতা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব উত্তরপ্রদেশের উপরে থাকা ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টানছে। ফলে চলতি সপ্তাহ পুরোটাই ঝড়বৃষ্টির দাপটে কাটবে। বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে মেঘলা আকাশ ছিল,দুপুর নামতেই বৃষ্টি হয় সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে ৩৪ ও ২৫ ডিগ্রির আশেপাশে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, বীরভূমে শনিবার ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হয়। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া হয়। উত্তরবঙ্গেও রবিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের পূর্বাভাস। রাজনৈতিক পালাবদলের ঐতিহাসিক দিনে প্রকৃতিও নিজের রং দেখাতে চলেছে।

বিপর্যয়ের পর বিস্ফোরণ, অভিষেক ও আইপ্যাককে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূলের পুরনো সেনাপতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর ভোটে মুখ থুবড়ে পড়ার পরেই তৃণমূলের ঘরে দাউদাউ করে জ্বলছে ক্ষোভের আগুন। হারের কাটাছেঁড়া করতে গিয়ে এবার সরাসরি নিশানায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক। জোড়াসাঁকোর প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্তর বিস্ফোরক দাবি, আইপ্যাক গদ্দার, চিটিংবাজ। দলের গোপন বৈঠকের তথ্য বিজেপির হাতে যেত কি না, কে বলবে? তাঁর আক্ষেপ, শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পৌঁছনোর রাস্তাই বন্ধ ছিল। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার পরাজিত প্রার্থী অতীন ঘোষের খোঁচা, অভিষেক তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসেননি। প্রযুক্তি দিয়ে মানুষের নাড়ি বোঝা যায় না। বেহালা পশ্চিমের বিদায়ী বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, নতুন প্রজন্মের নেতারা কর্মীদের কথা শোনেন না, এড়িয়ে যান। সবচেয়ে কড়া সুর ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক মণিরুল ইসলামের গলায়। তাঁর কটাক্ষ, বাংলার মানুষ অভিষেকের নেতৃত্ব মানেনি। উনি সাংসদ-বিধায়কদের চাকর ভাবতেন। উনি অভিষেক নন, অভিশাপ। কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর দাবি, দলটাকে তিলে তিলে শেষ করেছেন অভিষেকই। নারায়ণগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট জানালেন, সংগঠন বলে আর কিছু নেই। জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্ব শেষ, মমতার ঘরেও ঢুকতে দেওয়া হত না।

মমতার আবেগী রাজনীতি বনাম অভিষেকের কর্পোরেট কায়দা; দুই ধারার টানাপড়েনে অস্তিত্ব সঙ্কটে পুরনো কর্মীরা। এই আগুন নেভাতে শীর্ষ নেতৃত্ব কী করেন, তাকিয়ে গোটা রাজ্য।

চন্দ্রনাথ রথকে পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। চন্দ্রনাথ-সহ তাঁর গাড়ির চালকও গুলিবিদ্ধ হন। দু'জনকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চন্দ্রনাথকে মৃত ঘোষণা করে। এই ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং দাবি করেন, রাজনৈতিক কারণে চন্দ্রনাথকে খুন করা হয়েছে। ওকে পরিকল্পনা মাফিক হত্যা করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক ব্যানার্জি ও মমতা ব্যানার্জির নির্দেশেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। ওরা কিছুতেই এই পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না। নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, জেহাদি শক্তি ওদের হাতে রয়েছে।

সেই জেহাদি শক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া টাকার বিনিময়ে পেশাদারি খুনিকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর দাবি, খুনের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি কিছু পেটোয়া পুলিশকেও কাজে লাগান। পুরনো ঘটনা স্মরণে এনে বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, যেই কিষেনজির হাত ধরে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল। সেই কিষেনজিকেও খুন করা হয়েছিল। একজন পাগল অভিষেক ব্যানার্জিকে থাপ্পড় মেরেছিল। সাত বছর বাদে তাঁকে পিষে হত্যা করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, চন্দ্রনাথকে খুনের আগে নাকি রেইকি করা হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, এখন রেইকি করা খুব সহজ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে অনায়াসে রেইকি করা যায়। তাঁর দাবি, মধ্যমগ্রামে একজন সাব-ইন্সপেক্টর আছেন। যিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁকেও নজরে রাখা হয়েছে। নব বিধায়কের আরও দাবি, এইসব কাজে মাস্টার মাইন্ড আছেন রাজীব কুমার। যদিও তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে। তবে পরিকল্পনা মাফিক চন্দ্রনাথকে খুন করা হয়েছে। আগামীদিনে সব তথ্য সামনে আসবে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন টালিগঞ্জের বিজয়ী প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী।

ইম্পায় ১৬৩ ধারা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাহারায় চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজনৈতিক পালাবদলের ঢেউ আছড়ে পড়ল টলিপাড়ায়। সরকার বদলের দিনেই ইম্পা অফিসে গঙ্গাজল ছিটিয়ে গেরুয়া আবির খেলেছিলেন প্রযোজক-পরিবেশকদের একাংশ। দাবি একটাই, চেয়ারপার্সন পিয়া সেনগুপ্তর পদত্যাগ ও রাজনীতিমুক্ত ইম্পা। সেই দাবিতে মঙ্গলবার ফের ইম্পা দপ্তরে হাজির হন তাঁরা। ইসি কমিটির আগে সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বৈঠক চাইলে পিয়া রাজি হননি। শুরু হয় বাদানুবাদ। বউবাজার থানায় পালটা অভিযোগ জমা পড়ে দু'পক্ষেরই। প্রযোজকদের আশঙ্কা, জরুরি নথি রাতারাতি সরিয়ে ফেলতে পারেন পিয়া। তাঁদের আর্জি, অফিস শিল করে দেওয়া হোক।

বুধবার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো। ইসি কমিটির বৈঠকের মধ্যেই হাজির হয় পুলিশ, তারপর কেন্দ্রীয় বাহিনী। গুঞ্জন ছড়ায়, জারি হতে পারে ১৬৩ ধারা, হতে পারে গ্রেপ্তারও। শেষমেশ ১৬৩ ধারা জারি হলেও কেউ গ্রেপ্তার হননি। ইম্পার তরফে ঋতব্রত ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, এবার থেকে প্রযোজকরা নিজের পছন্দের ক্যামেরা ম্যান নিতে পারবেন, ইম্পা বাধা দেবে না। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বর্তমান ইসি কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত নন। পিয়ার পালটা চ্যালেঞ্জ, প্রমাণ করুক। শতদীপ সাহা জানালেন, ৮ মে দু'পক্ষ বসবে। মূল দাবি, পিয়ার ইস্তফা ও নিরপেক্ষ নতুন কমিটি। বিক্ষুব্ধ সদস্যদের তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে যে এই ইসি কমিটি নির্বাচিত নয়। তাঁরা গা-জোয়ারি করে পদ দখল করে রেখেছেন। পুলিশের মধ্যস্থতায় আপাতত শান্ত ইম্পা। কিন্তু রাজনীতির রং মুছে টলিউড কতটা নিরপেক্ষ হবে, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠছে।

নব-মহাকরণে ফাইল থেকে উধাও নথি, চাপে পড়ে ফেরত দিলেন তৃণমূলপন্থী কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পালাবদলের পরেই নবান্ন, স্বাস্থ্যভবনের পরে এবার নব মহাকরণ। ফাইল থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া নথি নিয়ে তোলপাড় গঙ্গাপারের সচিবালয়। অভিযোগ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প দপকরের এক তৃণমূলপন্থী আধিকারিক বদলি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজ সরিয়ে ফেলেছিলেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, ডিএ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বছরখানেক আগে তিন আধিকারিককে সীমান্তবর্তী কালচিনি, মিরিক ও নিয়াগ্রামে বদলি করা হয়। এক কর্মচারী সংগঠনের প্যাডে লেখা সুপারিশের ভিত্তিতেই সিলমোহর দেয় পূর্বতন সরকার। মামলা করে সেই নির্দেশ বাতিল করান তাঁরা। আদালতে সরকার জানিয়েছিল, ওই কাগজ ভুয়ো।

বুধবার যৌথ মঞ্চের সদস্য সুদীপ চন্দের নেতৃত্বে অভিযুক্ত আধিকারিকের ঘরে হানা দেন আন্দোলনকারীরা। চাপে পড়ে প্রথমে অস্বীকার করলেও থানায় অভিযোগের হুমকি শুনে নথি বের করে ফাইলে গেঁথে দেন তিনি। পরে গোটা ফাইলই হেয়ার স্ট্রিট থানায় জমা পড়ে। যুগ্ম আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের হুঁশিয়ারি, এটা নথি লোপাটের চেষ্টা। যারা অনৈতিক কাজ করেছে, কাউকে ছাড়ব না। আইনি পথেই এগোব। ক্ষমতা হাতবদলের মুহূর্তে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে ফাইল নিয়ে আতঙ্ক স্পষ্ট। প্রশাসন বদলালেও পুরনো হিসেব চুকানোর পালা সবে শুরু।

নীল-সাদার ঘেরাটোপ ভেঙে পুরনো পরিচয়ে ফিরতে চায় স্কুলগুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাপিয়ে দেওয়া রঙের বাইরে নিজেদের স্বকীয়তার পরিচয় ফিরে পেতে চাইছে শহরের সরকারি স্কুলগুলি। রাজ্যজুড়ে বদলের হাওয়া এবার ঢুকে পড়েছে স্কুলের পোশাকেও। দীর্ঘদিনের নীল-সাদা একরূপতার বদলে নিজেদের পুরনো পরিচয় ফেরত চাইছে বহু সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুল। নতুন সরকারের সম্ভাবনার আবহে শিক্ষাঙ্গনে জোরালো হয়েছে সেই দাবি। গত এক দশকে স্কুলপোশাক থেকে ভবনের রং; সর্বত্র একই রাজনৈতিক ছাপ স্পষ্ট হয়েছিল। ধাপে ধাপে প্রায় সব স্কুলেই চালু হয় নির্দিষ্ট নীল-সাদা পোশাক। বহু প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রতীক সরিয়ে বসানো হয় একক চিহ্ন। শিক্ষক মহলের একাংশের অভিযোগ, এতে স্কুলের ইতিহাস ও স্বাতন্ত্র মুছে গিয়েছে। উত্তর কলকাতার এক প্রবীণ শিক্ষকের কথায়, স্কুল শুধু পড়াশোনার জায়গা নয়, তার নিজস্ব স্মৃতি ও সংস্কৃতিও থাকে। এক ছাঁচে ফেললে

সেই চরিত্রটাই হারিয়ে যায়। বৃহস্পতিবারই স্কুলশিক্ষা দপ্তরে পুরনো পোশাক ও ব্যাজ ফিরিয়ে আনার আবেদন জমা পড়েছে। কিছু প্রধান শিক্ষক পোশাকের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। অভিযোগ, নিম্নমানের কাপড় বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মতে, পোশাক কিনে দেওয়ার বদলে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিলে পরিবার নিজের প্রয়োজনমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তবে সব প্রতিষ্ঠান একই পথে হাঁটেনি। কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল নিজেদের পুরনো পোশাক ধরে রেখেছিল। এখন সেই ব্যতিক্রমই অন্যদের কাছে উদাহরণ হয়ে উঠছে।

আসলে বিতর্কটা শুধু রং নিয়ে নয়। শিক্ষকদের একাংশের মতে, এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচয় বনাম রাজনৈতিক ছাপের লড়াই। পালাবদলের পরে তাই স্কুলগুলিও যেন নিজেদের হারানো মুখটাই ফের খুঁজতে চাইছে।

দুর্নীতির জেরে ছাঁটাই, নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে ২০১৬-র শিক্ষকরা: তৃণমূল আমলের নিয়োগ-কেলেঙ্কারিতে চাকরি হারিয়ে পথে বসা ২০১৬ সালের এসএসসি শিক্ষকরা এবার মুখ ফিরিয়েছেন হবু বিজেপি মন্ত্রিসভার দিকে। তাঁদের সাফ কথা, সরকার বদলেছে, দাবি বদলায়নি। চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের দাবি, ওএমআর-এর মিরর কপি সরিয়ে রেখেছিল আগের সরকার। নতুন শাসক সেটা খুঁজে বের করে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিক। তালিকা প্রকাশ করে ফেরাক আমাদের ন্যায্য চাকরি। রাকেশ আলম মনে করালেন, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী মঞ্চে এসে আইনি পথে চাকরি ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্যও কথা দিয়েছিলেন যোগ্যদের চাকরি যাবে না।

অসফল মমতা ক্যারিশমা! নিয়োগ দুর্নীতি থেকে প্রশাসনিক কেলেঙ্কারিই ভিত নড়াল সবুজ দুর্গের

রাজীব মুখোপাধ্যায়

২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল ৩৯ শতাংশ ভোট নিয়ে। ২০২১-এ সেই ভোট বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪৮ শতাংশে। তখন মনে হয়েছিল, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক আধিপত্য সহজে ভাঙার নয়। কিন্তু ২০২৬-এর ফল দেখাল অন্য ছবি। তৃণমূলের ভোট নেমে এল প্রায় ৪০.৮ শতাংশে। বিজেপি উঠে গেল প্রায় ৪৫.৮ শতাংশে। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরে প্রায় সাত শতাংশ ভোটের সরে যাওয়া বাংলার ক্ষমতার সমীকরণ উলটে দিল।

এই পরিবর্তন আচমকা হয়নি। গত এক দশকে তৃণমূলের শাসনের ভিত ছিল তিন জায়গায়; মমতার ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা, বিস্তৃত সামাজিক প্রকল্প এবং দুর্বল বিরোধী শিবির। ২০২৬-এ এই তিন স্তম্ভই একসঙ্গে নড়েছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি শুধু প্রশাসনিক কেলেঙ্কারি ছিল না; তা বাঙালির সামাজিক মানসিকতায় আঘাত করেছে। চাকরি এ রাজ্যে এখনও সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতীক। আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ বাতিল, টাকার লেনদেনের অভিযোগ; সব মিলিয়ে শিক্ষিত ভোটারের একাংশের মনে তৈরি হয়েছে, যোগ্যতা নয়, যোগাযোগই আসল। ২০২১ সালে কলকাতা ও শহরতলির বহু কেন্দ্রে তৃণমূল এগিয়েছিল। এবার সেই অঞ্চলগুলিতেই বড় ক্ষয় হয়েছে। গ্রামবাংলায়ও ক্ষোভ জমছিল। লদীর ভাণ্ডার বা স্বাস্থ্যসাথীর

মতো প্রকল্প দরিদ্র পরিবারে প্রভাব ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় স্তরে কাটমানি, রেশন দুর্নীতি, বালি ও জমি কারবার নিয়ে অভিযোগ সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষয় করেছে। ২০১৮ ও ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার অভিযোগও গ্রামীণ ভোটারের একাংশকে দূরে সরিয়েছে।

দলের ভিতরের পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ। একসময় তৃণমূলের শক্তি ছিল অঞ্চলভিত্তিক নেতাদের স্বাধীন প্রভাব। শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, অর্জুন সিংদের মতো নেতারা নিজেদের এলাকায় সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের পরে সংগঠন আরও নিয়ন্ত্রিত কাঠামোয় ঢোকে। নির্বাচনী পরামর্শক ও তথ্যভিত্তিক প্রচারের উপর নির্ভরতা বাড়লেও বুথস্তরের ক্ষোভের বাস্তবতা ধরা পড়েনি।

ভোটের অঙ্কও তা-ই বলছে। মুসলিম ভোট পুরোপুরি তৃণমূলের দিকে থাকেনি। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে বাম-কংগ্রেস ভোট কিছুটা ফিরে পাওয়ায় তৃণমূল সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি শুধু মেরুকরণের রাজনীতি করেনি; মহিলা ভোট, মতুয়া সমাজ এবং প্রথমবারের ভোটারদের মধ্যে ধারাবাহিক কাজ করেছে। নারী নিরাপত্তা এবং আরজি কর-কাণ্ডও শাসকদলের ভাবমূর্তিতে ধাক্কা দিয়েছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, তৃণমূল এখনও ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ দল নিশ্চিহ্ন হয়নি। কিন্তু বিজেপির ৪৫ শতাংশ পেরিয়ে যাওয়া বুঝিয়ে দিল, বাংলার রাজনীতি এখন স্পষ্ট দ্বিমেরু লড়াইয়ে ঢুকে পড়েছে। ২০২৬-এর ভোট তাই শুধু সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয়; এটি দীর্ঘদিনের ক্ষমতাকেন্দ্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জমে থাকা সামাজিক প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ।

সম্পাদকীয়

হারতেই জেগে উঠেছে ‘ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি’ তৃণমূল

একটা নির্বাচনে পরাজয়। আর তাতেই জেগে উঠেছে ‘ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি’ তৃণমূল কংগ্রেস। ৪ মে সন্ধের পর থেকে আচমকা জেগে উঠেছে সুপ্ত এক আগ্নেয় পাহাড়। শোনা যাচ্ছে একের পর এক বিস্ফোরণ। আর উঠে আসছে গরম লাভার স্রোত। যাকে রোখার ক্ষমতা এখন আর কারও নেই। ঘুমন্ত এই আগ্নেয়গিরির অন্দরে যে এত ‘বিস্ফোরক’ মজুত রাখা ছিল কে জানতো। কিন্তু গত ৭২ ঘন্টার ছবিটাই প্রমাণ করছে, কার্যত টন টন বিস্ফোরকের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সুউচ্চ ইমারত। আর তার চারপাশে ছিল মেকি আনুগত্যের কোটিন। একটা নির্বাচনে হারতেই আনুগত্যের সব প্রলেপ খসে পড়েছে। এখন শুধুই বিস্ফোরণ আর ক্ষোভের দেদার লাভা স্রোত। না, এখন আর কোনও আড়াল আবডাল নয়, কেউ সংবাদমাধ্যমে কেউ বা সোশ্যাল মিডিয়ায় উগরে দিচ্ছেন ক্ষোভ। লক্ষণীয় বিষয়, এখানে একটাই, সবারই নিশানায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর স্ট্র্যাটেজি, তাঁর আচরণ, তাঁর কথা, তাঁর উদ্ধত্য, তাঁর আইপ্যাক, এ সবের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন নেতা, কর্মীরা। সবারই বয়ান মোটামুটি এক, দলের সেনাপতিকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েই ডুবল দল। মজার কথা, এত বড় বিপর্যয়ের পরও কিন্তু কেউই দলনেত্রীর দিকে আঙুল তুলছেন না। বিক্ষুব্ধদের তালিকায় কে নেই, পরাজিত মন্ত্রী, হেরে যাওয়া বিধায়ক, টিকিট না পাওয়া বিদায়ী বিধায়ক, মুখপাত্র থেকে শুরু করে একেবারে নিচুতলার কর্মী পর্যন্ত, সবাই ঝাঁঝালো ভাষায় নিশানা করেছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককেই। অনেকে তো একধাপ এগিয়ে তাঁকে ‘অভিশাপ’ বলতেও ছাড়েননি। দলের পুরনো কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে পছন্দের তোলাবাজ, দুর্নীতিবাজদের নিয়ে নিজের টিম বানিয়েছিলেন তিনি। কর্মীদের কাছে নেতা নয়, নিজেকে ‘মালিক’ বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। গোটা দল ছিল কোম্পানি। তিনি বাদে বাকিরা চাকরবাকর। মজার কথা, বিরোধীরা কিন্তু এতদিন এই অভিযোগগুলিই করে এসেছে। তখন কানে তোলেনি নেতৃত্ব। আর এখন....। অনেক দেরি করে ফেলেছেন বাংলার জননেত্রী।

শব্দছক ১৫৩

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. ক্লান্তি ৪. বিষাক্ত প্রজাতির সাপ ৬. নিদ্রা ৭. রাজা ৯. খাওয়ায় পটু ১১. রাজহংস ১৪. বাসনের এক বড় পাত্র ১৬. কোন উদাহরণ নেই যার ১৯. হৃষ্ট-পুষ্ট ২০. যাকে নিয়ে তাল নবমী ২১. আস্ফালন ২২. কনে-কে সজ্জিত করা

ওপর-নিচ: ১. নিয়মের বাইরে ২. মন্দ ব্যক্তি ৩. উন্মুক্ত হৃদয় ৪. দানব-এর স্ত্রী প্রজাতি ৫. নদী ৮. মাতা ৯. অঙ্গের বাহ্যিক সজ্জা ১০. অশ্বের জিন ১২. হায়দ্রাবাদের ফিল্ম সিটির নাম ১৩. বিভিন্ন প্রকার ১৪. গীত ১৫. লজ্জা-শরম ১৬. আনন্দিত ১৭. দ্রুত চলার জন্য লগা-বাঁধা পা ১৮. হীরে ২০. ৫২ কার্ডের খেলা

সমাধান ১৫২ — পাশাপাশি: ১. চুম্বক ৩. গব্যঘৃত ৫. নিবিড় ৬. দানী ৭. নবনীত ৯. নাকাল ১০. অভাব ১২. সুরকার ১৪. গীতা ১৫. জরদা ১৭. দরশন ১৮. রচনা

ওপর-নিচ: ১. চুরি ২. কণিনীকা ৩. গড়ন ৪. তখত ৬. দানাদার ৮. নীরবতা ১১. ভাগীদার ১২. সুহৃদ ১৩. রজন ১৬. কেনা

আজকের দিন

- **১৯৭৩** — ১০ সপ্তাহব্যাপী অবরোধের পর উন্ডেড নী-তে সংগ্রামী আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা আত্মসমর্পণ করে।
- **১৯৮০** — বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গুটিবসন্তকে নির্মূল বলে ঘোষণা করে।
- **১৯৮৪** — বিশ্ব রেড ক্রস দিবসকে রেড ক্রিসেন্ট দিবস হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়।

জন্মদিন

দেবী শেঠি

১৯৫৩ *বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী রেমো ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*

১৯৫৩ *বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠির জন্মদিন।*

১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবাজীরাও পাতিলের জন্মদিন।*

এই সময়-এই রাজ্য-এই নির্বাচন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে সম্ভব করা গেল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দুটি পর্বেই বোমা-বন্দুকহীন, প্রাণহানি বিহীন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।বিগত সময়ে পশ্চিমবঙ্গের যে কোন নির্বাচনেই সন্ত্রাস, বোমা, বন্দুক, গুলি এবং লাশের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের উৎসব হয়ে পড়তো রক্তস্নাত, প্রাণঘাতী এবং সন্ত্রাসময় আতঙ্কের যুদ্ধভূমি। সম্পূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ না বলা গেলেও মোটামুটি ভাবে বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ছবিটা অনেকটাই বদলেছে ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কৃতিত্বে। সমগ্র ভারতবর্ষে যেখানে মোটামুটি ভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি নির্বাচনে কেন এত রক্তপাত? কেন এত মানুষের মৃত্যু? কেন সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম হয়? এই প্রশ্নটা দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের মধ্যে ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, গণতন্ত্রকে রক্ষার নামে গণতন্ত্রের নিধনযজ্ঞের সূত্রপাত হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন বারে বারে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,বর্তমান বছরে যে কোন মূল্যে তারা রক্তপাতহীন, সন্ত্রাসমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এই কাজ করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন বা এস আই আর পর্ব থেকে শুরু করে, নির্বাচনবিধি কার্যকর হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে বদল এবং নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ রাখতে বিশেষ বিশেষ বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বারে বারে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে দেখা গেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের মহামান্য সুপ্রিমকোর্টকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে, সর্বপ্রকার বিরোধিতার নিষ্পত্তি করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবার পথকে সুগম করতে। একটা সময় মনে হয়েছিল স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন প্রক্রিয়াটি বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়বে, সঠিক সময় বোধহয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। এইরকম জটিল পরিস্থিতিতে দেখা গেল ভারতের মহামান্য সুপ্রিমকোর্টকে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। তাদের নজিরবিহীন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন ভারতের বিচার বিভাগ। ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই বিষয়টি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ এবং ঐতিহাসিকভাবে মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট তা গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিচার ব্যবস্থায় নিযুক্ত আধিকারিকেরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই মহান দায়িত্ব পালন করলেন এবং যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সাংবিধানিক সংকট থেকে রক্ষা পেল পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দুটি পর্বেই সার্বিক ভোটদানের হার একটি ঐতিহাসিক রূপ নিয়েছে। দুটি দফা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক ভোটদানের হার ৯২.৪৭ শতাংশ যা এযাবৎ কালের মধ্যে পশ্চিমবাংলার ভোটদানের সর্বোচ্চ রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এস আই আর এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে এই ব্যাপক হারে ভোট দানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠ এবং রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে কঠোর মনোভাবই একমাত্র কারণ নয়, এর সঙ্গে অবশ্যই ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আইন মোতাবেক, যথাযথ, ঐতিহাসিক এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপের ভূমিকারও উল্লেখ করতে হবে।

এই নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসত বা নির্বাচনে জয়লাভ করত না কেন-সম্পূর্ণ রক্তপাত বিহীন না হলেও মোটামুটি ভাবে এই অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ, মৃত্যুহীন, সার্বিক ভয়মুক্ত নির্বাচনে অবশ্যই জয়ী হল পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষ। সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটি মানুষকেও আমাদের এই নির্বাচনে হারাতে হয়নি। একটি প্রাণের চেয়ে একটি নির্বাচন কখনোই মূল্যবান হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয়, শান্তিকামী, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে, পশ্চিমবঙ্গের আগামীর প্রত্যেকটি নির্বাচনকে (লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত) অবাধ, নিরপেক্ষ, রক্তপাতহীন এবং শান্তিপূর্ণ করার জোরালো দাবি উঠবে।

নোটিশ

এতদ্বারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে মাস্টার ডিরেকশন-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি- স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশন ২০২৩ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৩ অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে : ১) অমিত সিং , নিবাস : ডব্লু-২৩, নবীন শহদরা,দিল্লি ১১০০৩২, ২) রজনী সিং, ডব্লু-২৩, নবীন শহদরা,দিল্লি ১১০০৩২ , ৩) মেসার্স নির্বাণ পয়জেন সার্ভিসেস প্রা লি. নিবাস : ১/৬২১৫, জিএল-৪, রোহতাস খাস, দিল্লি , ১১০০৩২, ৪) অজয় কুমার সিংঘল, নিবাস : ৭০ ডি ব্লক, গান্ধি পার্ক এর নিকট, শ্রীগঙ্গানগর, রাজস্থান -৩৩৫০০১, এবং ৫) রঞ্জন সিংঘল নিবাস ৭০ ডি ব্লক, গান্ধি পার্ক এর নিকট, শ্রীগঙ্গানগর, রাজস্থান, ভারত -৩৩৫০০১, এবং ৬) অজয় কুমার সিংঘল অ্যান্ড সন্স (এইচইউএফ) নিবাস ৭০ ডি ব্লক, গান্ধি পার্ক এর নিকট, শ্রীগঙ্গানগর, রাজস্থান, ভারত -৩৩৫০০১, প্রস্তাবক শেয়ারহোল্ডারগণ হিসেবে (পরবর্তীতে ‘‘অধিগ্রহণকারী’’ হিসেবে যৌথভাবে উল্লিখিত) সমুদয় শেয়ারহোল্ডিংয়ের অধিগ্রহণ (নিয়ন্ত্রণ) করবেন বসুন্ধরা এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড এর, বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি (পরবর্তীতে ‘‘কোম্পানি’’ হিসেবে উল্লিখিত) , ১৫৫/১, নিউ আলিপুর, ব্লক জি, কলকাতা-৭০০০৫৩, , পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৬, হর্ষ হরলাকা, কারুকার্য সিনট্রেড প্রা লি., খেতন হাউসিং ডেভেলপমেন্ট প্রা লি., মোহিত কাজারিয়া, পরিধি কাজারিয়া, প্লাটিনাম ট্রেডকম প্রা লি., রবীন্দ্র কাজারিয়া (এইচইউএফ), রবীন্দ্র কাজারিয়া, শ্রুতি কাজারিয়া, এবং বিজয় হরলালকা এবং তাদের সহযোগীদের/অনুগামীদের সকলের কাছ থেকে বর্তমান কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসেবে (পরবর্তীতে ‘‘বিক্রেতা’’ হিসেবে উল্লিখিত) এবং আরও ১) অমিত সিং (ডিন -০৮৯২৬৬৭০) নিবাস ডব্লু-২৩, নবীন শহদরা,দিল্লি ১১০০৩২ , ২) রজনী সিং (ডিন- ০৮৯২৬৬৭১) নিবাস : ডব্লু-২৩, নবীন শহদরা,দিল্লি ১১০০৩২ এবং ৩) অজয় কুমার সিংঘল (ডিন -১১৫১৯৯৫১) নিবাস : ৭০ ডি ব্লক, গান্ধি পার্ক এর নিকট, শ্রীগঙ্গানগর, রাজস্থান, ভারত -৩৩৫০০১, কে কোম্পানির বোর্ডে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বর্তমান ডিরেক্টরগণ রবীন্দ্র কাজারিয়া (ডিন ০০৮১৫৩৯২), এবং শ্রুতি কাজারিয়া (ডিন ০২২৩৭৭১১) এর কাছ থেকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ অধিকার করলেন কোম্পানির পরিচালনা স্থানান্তরিত হল এবং উক্তনাম্নী অধিগ্রহণকারীগণের প্রতি ন্যস্ত হল উক্তনাম্নী বিক্রেতাগণের কাছ থেকে ১০ জুন ২০২৬ থেকে কার্যকর হিসেবে।

পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য কোম্পানির বিস্তৃত ভিত্তি, বিভিন্নতা প্রদান এবং সম্প্রসারণ -নন -ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যাবলির জন্য। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানির বিক্রেতা, অধিগ্রহণকারীগণকে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫,এন এস রোড,৬ষ্ঠতল, কলকাতা -৭০০০০১, ঠিকানায় স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন। কোম্পানি ইতিমধ্যেই শেয়ারহোল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ স্থানান্তরের আপত্তিহীনতার অনুমতি প্রাপ্ত (নিয়ন্ত্রণ স্থানান্তর) উল্লেখ্য আরবিআই যোগাযোগ তারিখ ২৪.০৪.২০২৬ এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের আগাম অনুমোদন পেয়েছে উল্লেখ্য আরবিআই যোগাযোগ তারিখ ২৪.০৪.২০২৬। নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের উল্লিখিত মতে কার্যকর হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে।

উক্তনাম্নী অধিগ্রহণকারীগণ, কোম্পানি এবং বিক্রেতাগণের পক্ষে ইস্যুকৃত

বসুন্ধরা এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রবীন্দ্র কাজারিয়া
ডিন-০০৮১৫৩৯২

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
পীযূষ কান্তি হালদার এবং শ্রীমতি শীলা হালদার।	ক) ১৭,৭১,৭৭০ টাকা (সতের লাখ একাত্তর হাজার সাতশ সত্তর টাকা) লোন এ/সি নং PHR043706135692, ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১০.১১.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৪.১১.২০২৫ গ) ০৬.০৫.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস প্লট নং ৩১৮(অংশ), হোল্ডিং নং ৯৫৯ খোসবাসমহল্লা মেন রোড, ওয়ার্ড নং ২০, জেএল নং ৩২, মৌজা- কাজিপাড়া, এলওপি- ১০৫৯/৪, চাকদহ পুরসভা, থানা -চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন- ৭৪১২২২, সেপটিক ট্যাঙ্ক, সিঁড়ি, জল সংযোগ, সীমা পাঁচিল, সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকারসহ । **চৌহদ্দি : উত্তরে :** এলওপি ১০৫৯/৩। **দক্ষিণে :** এলওপি ১০৫৯/৫। **পূর্বে :** সড়ক। **পশ্চিমে :** এলওপি ১০৫৮(অংশ)।

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
লোকাল অফিস - এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০০৭১
রেজিস্টার্ড অফিস , ‘ত্রিশূল’, ৩য় ফ্লোর, সমরথেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল’ গার্ডেন, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর রুল ৯(১) বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ক্র. নং. ০১

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক/চার্জ রাখা হয়েছিল এবং যার গঠনমূলক দখল সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী **১৬.০৬.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে" "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৭০৪৯-এর অধীনে ১,৫৪,৯০,৬৩০.০০/- টাকা (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র) এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৯২৪৭-এর অধীনে ৯৪,২২,৩০৯.৮৩/- টাকা (চুরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত নয় টাকা তিরাশি পয়সা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ২০-০৫-২০১৯ তারিখ হিসাবে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০.০৪.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) (প্রকৃত অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত চুক্তিবদ্ধ সুদ সহ প্রদেয়), তৎসহ বকেয়া পরিশোধ/আদায়ের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী চুক্তিবদ্ধ হারের সুদ এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও অন্যান্য খরচসমূহ মেসার্স পার্ক টেলিসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী তীর্থঙ্কর ঘোষ, শ্রীমতী শ্রাবন্তী ঘোষ এবং শ্রী শুভেন্দু সরকার-এর থেকে আদায়যোগ্য। প্রয়োজনীয় বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্ত নিলামের তফসিলটি দেখুন-

জ্ঞাত দায়ভার (যদি কিছু থাকে)*	সুরক্ষিত পাওনাদারের অজ্ঞাত। ক্রেতাকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, বা অন্য কোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া এবং/অথবা বকেয়া, দায়বদ্ধতা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি, যদি কিছু থাকে, তার অপরিশোধিত চার্জগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	৬৮,৪৯,৬৪০.০০/- টাকা (আটষট্টি লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত চল্লিশ টাকা মাত্র)।
বায়নার টাকা জমা (টাকায়)	৬,৮৪,৯৬৪.০০/- টাকা (ছয় লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত চৌষট্টি টাকা মাত্র), যা ‘অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড’-এর অনুকূলে ডিডি -র মাধ্যমে প্রদেয়।
ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	২০,০০০.০০/- টাকা (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)।
ইএমডি-সহ বিড/টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, সময় এবং স্থান	**১৫.০৬.২০২৬ তারিখ** সর্বশেষ বিকাল ০৪.০০ টার মধ্যে কলকাতার স্থানীয় কার্যালয়ে।
প্রকাশ্য ই-অকশনের তারিখ, সময় এবং স্থান	**১৬.০৬.২০২৬ তারিখে** সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টার মধ্যে **https://BidDeal.in** ওয়েব পোর্টালে ৫ মিনিট করে আনলিমিটেড এক্সটেনশন সহ। ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি ধারণকারী ই-অকশন টেন্ডার নথিপত্র নিচে উল্লিখিত পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

তফশীল- যে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে তার বিবরণ

(দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাব রেজিস্ট্রি অফিস- আলিপুর, থানা- যাদবপুর, ওয়ার্ড নং- ৯৮-এর অধীনে, মৌজা- রায়পুর গ্রাম, জে.এল. নং- ৩৩, তৌজি নং- ৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৮৩, দাগ নং- ৩৩৮-এর অন্তর্ভুক্ত, প্রেমিসেস নং- ১২সি, পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৯২-এ অবস্থিত প্রায় ১ (এক) কাঠা ১২ (বারো) ছটাক ১৫ (পনেরো) বর্গফুট পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং উক্ত জমির উপর নির্মিত কাঠামো এবং সম্পত্তির পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তার উপর সমস্ত ধরণের ইজমেন্ট অধিকার সমেত। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- গোপাল নস্কর-এর সম্পত্তি; দক্ষিণে- অবিনাশ নস্কর-এর সম্পত্তি; পূর্বে- গোপাল নস্কর এবং কৃষ্ণা নস্কর-এর সম্পত্তি; পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা।

ক্র. নং. ০২

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের নিকট বন্ধক/চার্জ রাখা হয়েছিল এবং যার গঠনমূলক দখল সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী **১৬.০৬.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে" "যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৫৯৮৭-এর অধীনে ৬২,২৬,৭৬২.০৮/- টাকা (বাষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত বাষট্টি টাকা আট পয়সা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ২৯.০৯.২০২৩ তারিখ হিসাবে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ৩০.০৬.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) (প্রকৃত অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত অতিরিক্ত চুক্তিবদ্ধ সুদ সহ প্রদেয়), তৎসহ বকেয়া পরিশোধ/আদায়ের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী চুক্তিবদ্ধ হারের সুদ এবং ভবিষ্যৎ সুদ ও অন্যান্য খরচসমূহ মেসার্স মোবাইল ওয়ার্ল্ড, শ্রী অজয় বাগাড়িয়া (প্রোপ্রাইটর), শ্রীমতী কুসুম বাগাড়িয়া (আইনগত উত্তরাধিকারী) এবং প্রয়াত বিজয় কুমার বাগাড়িয়া-এর অন্যান্য আইনগত উত্তরাধিকারীদের থেকে আদায়যোগ্য। প্রয়োজনীয় বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্ত নিলামের তফসিলটি দেখুন -

[illegible]

তফশীল- যে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে তার বিবরণ

[illegible]

ক্র. নং. ০৩

[illegible]

তফশীল- যে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে তার বিবরণ

[illegible]

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক (Indian Bank, ইলাহাবাদ ALLAHABAD)
দক্ষিণ কলকাতা শাখা, ১১১এ এবং ২বি, এস পি মুখার্জি রোড, রাসবিহারী ক্রসিং, কলকাতা - ৭০০ ০২৬, পশ্চিমবঙ্গ

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর ধারা ১৩ (২)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. **মেসার্স কনকর্ড,** স্বত্বা : শ্রী পার্থ বিশ্বাস,
২১/বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা- ৭০০০২৬।
আরও ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫।

২. **শ্রী পার্থ বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা):**
২১/বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা- ৭০০০২৬।
আরও ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫।

৩. **শ্রী ধ্রুব বিশ্বাস (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) :**
প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫।

৪. **শ্রীমতি কাকলি বিশ্বাস (জামিনদাতা) :**
প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫।

৫. **শ্রী অচিন বিশ্বাস (জামিনদাতা) :**
প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাংক, দক্ষিণ কলকাতায় মেসার্স কনকর্ড (স্বত্বাধিকারী : শ্রী পার্থ বিশ্বাস)-এর নামে আপনার নিম্নলিখিত সিকিওরড ওভারড্রাফট এ/সি নং ৭১২২১৩৯১০, এসএমই মাইক্রো ভেহিকেল - ৬৫৯০২৮৭৪৭৩, এফআইটিএল-৭০৫১৪৮৯২২৮, ডব্লিউসিটিএল-৭০৫১৮৯৩৬৯৫ - প্রসঙ্গে।

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন ঋণগ্রহীতা, দ্বিতীয়জন হলেন সম্পত্তির মালিক এবং বন্ধকদাতা, তৃতীয়জন হলেন সম্পত্তির বন্ধকদাতা যিনি আপনার গৃহীত ঋণের জন্য আপনার সম্পদ জামানত হিসাবে দিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চমজন হলেন প্রথমজনের গৃহীত ঋণের জামিনদার। আপনার অনুরোধে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনি সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
সিকিওরড ওভারড্রাফ্ট এ/সি নং ৭১২২১৩৯১০	৪০,০০,০০০ টাকা
এসএমই মাইক্রো ভেহিকেল- ৬৫৯০২৮৭৪৭৩	৩,১২,০০০ টাকা
এফআইটিএল-৭০৫১৪৮৯২২৮	৪,৫৯,০০০ টাকা
ডব্লিউসিটিএল-৭০৫১৮৯৩৬৯৫	৩,৭০,০০০ টাকা

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	০২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	০২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী এমওআই (টা)	০২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী এমএলই/এমওএক্স	০২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী মোট বকেয়া (রাউন্ডেড অফ) আইএনআর
১	সিকিওরড ওভারড্রাফট এ/সি নং ৭১২২১৩৯১০	৩৯,৫৮,৮২০.৪৪	৭৩৬০১.৫৩	০.০০	৪,০৩২,৪২১.৯৭
২	এসএমই মাইক্রো ভেহিকেল- ৬৫৯০২৮৭৪৭৩	৪৮,১৭৩.৮৬০	৫১৩.৭৩৪	০.০০	৪৮,৬৮৭.৫৯
৩.	এফআইটিএল-৭০৫১৪৮৯২২৮	৪৫,৪২৩.০১০	১৩৩০.১০০	০.০০	৪৬,৭৫৩.১১
৪.	ডব্লিউসিটিএল-৭০৫১৮৯৩৬৯৫	৩১,১০৭.৪৫০	৬০০.১৪০	০.০০	৩১,৭০৭.৫৯
	মোট বকেয়া ০২.২৫.২০২৬ অনুযায়ী	**৪,১৫৯,৫৭০.২৬ টাকা** (একচল্লিশ লক্ষ ঊনষাট হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা)			

আপনারা সকলে উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি (সাম্প্রতিক)
১	সিকিওরড ওভারড্রাফট এ/সি নং ৭১২২১৩৯১০	১. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ২. ধারাবাহিকতার চিঠি ৩. অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/দাবির জন্য সাধারণ চিঠি ৪. টাইটেল ডিড জমা নিশ্চিত করে বন্ধকের সম্পূরক চিঠি ৫. গ্যারান্টির চুক্তি (এডিভি-৪২) ইত্যাদি
২	এসএমই মাইক্রো ভেহিকেল- ৬৫৯০২৮৭৪৭৩	
৩.	এফআইটিএল-৭০৫১৪৮৯২২৮	
৪.	ডব্লিউসিটিএল-৭০৫১৮৯৩৬৯৫	

উক্ত ঋণ উশুলের জামিন হিসেবে বন্ধকদত্ত জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ৮ ছটাক সমপরিমাপ ৩.৫০ কাঠা তদস্থিত ৩ তলা বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া প্রতি তলে ১২৩২.০৪৫ বর্গফুট কমবেশি প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা -পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫ নিম্নোক্ত সম্পত্তি তপশিলে বর্ণিত মতে।

সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাদেরকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা প্রত্যেকে, যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, এই ঋণ হিসাবটি ৩০/০৪/২০২৬ তারিখ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

***০২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ :

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	বুক ব্যালান্স (টাকা)	সুদ	০২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী মোট ও/এস (রাউন্ডেড অফ) আইএনআর
১	সিকিওরড ওভারড্রাফট এ/সি নং ৭১২২১৩৯১০	৩৯,৫৮,৮২০.৪৪	৭৩৬০১.৫৩	৪,০৩২,৪২১.৯৭
২	এসএমই মাইক্রো ভেহিকেল- ৬৫৯০২৮৭৪৭৩	৪৮,১৭৩.৮৬০	৫১৩.৭৩	৪৮,৬৮৭.৫৯
৩.	এফআইটিএল-৭০৫১৪৮৯২২৮	৪৫,৪২৩.০১০	১৩৩০.১০	৪৬,৭৫৩.১১
৪.	ডব্লিউসিটিএল-৭০৫১৮৯৩৬৯৫	৩১,১০৭.৪৫০	৬০০.১৪	৩১,৭০৭.৫৯
	মোট বকেয়া ০২.২৫.২০২৬ অনুযায়ী	৪০৮৩৫২৪.৭৬	৭৬,০৪৫.৫০	৪,১৫৯,৫৭০.২৬

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে ‘ঋণগ্রহীতা’ বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ০২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় **৪,১৫৯,৫৭০.২৬ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ ঊনষাট হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা)** উক্ত তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদসহ পরিশোধ করুন, অন্যথায় ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদেরকে আর কোনো প্রকার উল্লেখ না করেই তার জামানতি স্বার্থ বলবৎ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক অধস্তন তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তার প্রয়োগমূলক অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে সুরক্ষিত সম্পদের (অধস্তন তফসিলভুক্ত) কোনো হস্তান্তর বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি আপনাকে দেওয়া হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডিআরটি/ডিআরটি-এর আরও/ডিআরএটি/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষে ডিসকাউন্টকৃত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ইস্যু ও প্রতিষ্ঠিত লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে তলব করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

‘‘আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সিকিউরিটিগুলির উপর আপনার খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।’’

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং পূর্বোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

যেসব সম্পদে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

সম্পত্তির তপশিল

বন্ধকদত্ত সম্পদ :

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা ৮ ছটাক সমপরিমাপ ৩.৫০ কাঠা তদস্থিত ৩ তলা বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া একতলা ১২৩২.০৪৫ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং কার পার্কিং স্পেস। ঢাকা এরিয়া দোতলা এবং তিনতলা : ১৩২.০৪ বর্গফুট প্রতি তলায়, ৪ বেড রুম, ২ লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, ২ টয়লেট, ২ কিচেন এবং ২ বারান্দা কমবেশি প্রেমিসেস নং ২, ৪র্থ স্ট্রিট, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, থানা : পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০৫, পৃষ্ঠা ১১ থেকে ১৭, দলিল নং ৪০১১-১৯৬৩, রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার আলিপুর, মৌজা -রাজারহাট, জেএল নং ২০, আরএস নং ১৪, তৌজি নং ১০৯, খতিয়ান নং ২৮৫, দাগ নং ৬৯০। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৪র্থ স্ট্রিট। **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৫/১, ৫ম স্ট্রিট। **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ১৪, ৪র্থ স্ট্রিট। **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৬, ৪র্থ স্ট্রিট।

সম্পত্তি শ্রী পার্থ বশ্বিাস এবং শ্রী ধ্রুব বিশ্বাস , উভয়ের পিতা প্রয়াত শৈলেন্দ্র চন্দ্র ধর বিশ্বাসের নামে।

তারিখ : ০২.০৫.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক

বসিরহাট ও মধ্যমগ্রামে আক্রান্ত বিজেপির দুই কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যে পালা বদলের পরে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। বুধবার রাতে বসিরহাট ও মধ্যমগ্রামে দুই জায়গাতেই বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত। তার মধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ককে মৃত্যু হয়েছে। দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উভয় ক্ষেত্রেই অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা বলা হয়েছে দুষ্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াই, তার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় জাহিনুর গাজি বলে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে পুলিশ ঘটনার পুনর্নির্মাণও করেছে। বাকিদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বসিরহাটে বিজেপি সক্রিয় কর্মী রোহিত রায়কে লক্ষ্য করে পরপর এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, অবস্থার অবনতি হওয়াতে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। জানা গিয়েছে, আহত রোহিতের বাড়ি বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা ময়লাখোলা গোডাউন পাড়া এলাকায়। হাসপাতালের বেডে শুয়েই বলেন, 'আমরা বিজেপির পতাকা লাগাচ্ছিলাম পাড়ায়। ওরা ছয়-সাত জন ছিল। কয়েকজন প্রথমে গুলি করেছিল আমার গায়ে লাগেনি পালিয়ে যাই। পরে ফের এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তার অভিযোগ ঘটনায় বড়, জাহিনুর, সন্টু, ভোলা, উজ্জ্বল এরা সকলে দলবল মিলে গুলি চালিয়েছে।' বিজেপির দাবি, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করে কঠিন শাস্তির দাবি করা হয়েছে বিজেপির তরফে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আপাতত ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চলছে। বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'এটা দুষ্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াই, আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক।' অন্যদিকে, বিজেপি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্যের দাবি, 'আমরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারি। কিন্তু বিজেপি সেটা করবে না, দল শান্তি চায়। এরকম চলতে থাকলে আগামীদিন পুলিশ এনকাউন্টার করবে।'

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক খুনে

তৃণমূল নেতা সৌমেন দিগারের পোস্ট ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত গোঘাট বিধানসভার দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগারের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট ঘিরে বিতর্ক। রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে হাজারো প্রশ্ন জমা হয়েছে। তৃণমূল ব্লক সভাপতি সৌমেন দিগার তাঁর ফেসবুকে পোস্টে লেখেন 'শুরু হয়ে গেল নতুন পশ্চিমবাংলা সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক দিয়ে।' এই লেখা দেখার পর বিজেপি কর্মী, সমর্থক থেকে শুরু করে গোঘাটের মানুষ প্রশ্ন তোলেন, তাহলে কি খুনের রাজনীতি শুরু করল তৃণমূল? তৃণমূল ভোটে হেরে যাওয়ার পর সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করল? প্রসঙ্গত, গাড়ি থামিয়ে ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুন করা হয়। এরপরেই রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব পুলিশ, প্রশাসনের উপর আস্থা রেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের বার্তা দেন। ইতিমধ্যে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই রকম পরিস্থিতি গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার পোস্ট করায় নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়। আপাত নতুন বিজেপি সরকারের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাংলার মানুষ শুভেন্দু অধিকারীকেই ভাবছে। তাঁর আপ্ত সহায়ক খুন হওয়ার পর তৃণমূল নেতা সৌমেন দিগারের সোশ্যাল মিডিয়া এই উস্কানিমূলক পোস্ট ঘিরে নিন্দার ঝড় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূল তাহলে শান্তি চায় না। শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার পরিকল্পনা করছে। ইতিমধ্যেই ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর যে সব বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সেখানে গেরুয়া আবির মেখে তৃণমূল করছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। এমনকি বিজেপি বিধায়কেরা শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রেস কনফারেন্স থেকে শুরু করে মাইকিং পর্যন্ত করাচ্ছেন। কিন্তু তৃণমূল নেতারা লাশের রাজনীতি করতে চাইছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার সাফাই দিয়ে বলেন, 'আমার অনেক কিছু মনে হল। সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক খুন হচ্ছে। এখানে বিজেপি সরকার এসে গেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী দায়িত্বে আছে। উত্তর প্রদেশের সিংঘম দায়িত্বে আছেন। তাহলে এখানে খুন হয় কি করে।?' কারা খুনের রাজনীতি শুরু করল জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কিছুটা সময় নিয়ে বললেন, 'তদন্ত বলবে'। অপরদিকে, গোঘাটের বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, 'তৃণমূল নামক দলটা লাশের রাজনীতি, নোংরা রাজনীতি, সন্ত্রাসের রাজনীতি করতো তার প্রমাণ হচ্ছে তৃণমূল নেতা সৌমেন দিগারের পোস্ট। তারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তৃণমূলকে বাংলার মানুষ বহিষ্কার করেছে। তদন্ত হলে সব সত্য প্রকাশিত হবে। কারা এই ঘটনায় জড়িত। তৃণমূলের মুখোশ খুলে গেছে। ওনার এই পোস্টে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে তা সবাই বুঝতে পারছে। তবে বিজেপি সরকার কড়া হাতে সব দমন করবে।' সবমিলিয়ে গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগারের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং '**যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৫.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মনোজ সরকার,** পিতা মন্টু সরকার **পিঙ্কি কুমারী (প্রয়াত পুতুল সরকার এর আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা মন্টু সরকার, **উভয়ের নিবাস :** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, দোতলা,হোল্ডিং নং ১৬০ রাম রতন ঘোষ রোড,ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট দোতলায় , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ডব্লুসি , এক বারান্দা হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭,রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, অবস্থিত মৌজা- জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা- মেডান মাল্লা, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০, ১২৩৬, আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা : সোনারপুর,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ফ্ল্যাট এ, পশ্চিমে : সাধারণ স্পেস। উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি। দক্ষিণে : সাধারণ স্পেস। সম্পত্তি পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকার এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৭২৮০-২০১৮ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১,পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮। অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১ কলকাতার অফিস। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।**	২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৬,১৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬১,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগ ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২১.০৫.২০২৬**
২	**ক) শ্রীমতি কৃষ্ণা বৈদ্য,** স্বামী সলিল বৈদ্য, **খ) শ্রী শুভাশিস বৈদ্য** পিতা সলিল বৈদ্য, **গ) শ্রী স্নেহাশিস বৈদ্য** পিতা সলিল বৈদ্য, **সকলের ঠিকানা :** নারায়ণীতলা, পো : গোচারণ, থানা জয়নগর, (গোচারন গার্লস হাই স্কুলের নিকট) দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন - ৭৪৩৩৭২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১০ ডেসিমেল তদস্থিত একতলা ভবন কমবেশি অবস্থিত মৌজা- নারায়ণীতলা, জেএল নং ০১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪০৫, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৪, নারায়ণীতলা জিপি অধীন, থানা : জয়নগর, ডিএসপি -৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুখেন্দু হাতি এর জমি। দক্ষিণে : বুকাই সাঁতরা এর জমি। পূর্বে : পঞ্চান্ন বৈদ্য এর জমি। পশ্চিমে : সরোজ বৈদ্য এর জমি এভং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিল নং ১৬০৪০২২৪৩ -২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩ থেকে ৫৯৬৮৭, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০১৮, ডিএসআর -৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি কৃষ্ণা বৈদ্য** স্বামী সলিল বৈদ্য এর নামে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।**	২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার একশ সত্তর টাকা) ০৫.০৩.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৯,৩৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৩,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০ **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২১.০৫.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৫.০৫.২০২৬ তারিখে, ২,০৫,৫০,০৬৯ টাকা (দুই কোটি পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার উনসত্তর টাকা) ০৫.০৫.২০২৬ অনুযায়ী [**দাবি নোটিশ তারিখ ১৯.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **১,৭৩,০৪,৪৪৩ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লাখ চার হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা) ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) গুলাম সরওয়ার (২) নিখাত পারভিন (৩) সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজেস** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

প্লট নং ১৬, হোল্ডিং নং ৩৮-৩৯/৪, জয়া বিবি রোড, ঘুঘুড়ি, মৌজা -ঘুঘুড়ি, জেএল নং ১৮, দাগ নং ১০৬, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৭,খতিয়ান নং ৪৭, ৫৩ এবং ৫৪, থানা- মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ১, বরো নং ১ হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০৭, পরিমাপ ১২,৫২২ বর্গফুট।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সাধারণ চলার পথ।
পশ্চিমে : প্লট নং ১৭।
উত্তরে : সাধারণ চলার পথ এবং পরে প্লট নং ১৮।
দক্ষিণে : ১৯.৫ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং পরে প্লট নং ১, ২, ৩, ৪।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৫.০৫.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৩.০৫.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২,৯২,৮৬,৯৫৪ টাকা (দুই কোটি বিরানব্বই লাখ ছিয়াশি হাজার নশো চুয়ান্ন টাকা)
*** সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।**
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : **২৯,২৮,৬৯৫.৪০ টাকা (উনত্রিশ লাখ আঠাশ হাজার ছশো পঁচানব্বই টাকা এবং চল্লিশ পয়সা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৫.০৫.২০২৬ তারিখে, ৫৪,৭৭,৪৭৮ টাকা (চুয়ান্ন লাখ সাতাত্তর হাজার চারশ আটাত্তর টাকা) ০৫.০৫.২০২৬ অনুযায়ী [**দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **৪৭,৮৩,১১২ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার একশ বারো টাকা) ০৫.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বায়োটেক ফাউন্ডেশন (২) সুদীপা চক্রবর্তী (৩) রেখা বসু (৪) অমিত চক্রবর্তী (৫) নীলাঞ্জন বসু (৬) নারায়ণ বসু এবং (৭) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

স্থাবর জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

হোল্ডিং নং -৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, বারাসত পুরসভা অধীন, থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৭০, আরএস দাগ নং ১২৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ১০৪, মৌজা -আমড়াডাঙ্গা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০১২৮, পরিমাপ ৫৮৪৮ বর্গফুট।
ভবন/প্লট এর চৌহদ্দি :
পূর্বে : দাগ নং ১২৯। পশ্চিমে : সড়ক।
উত্তরে : দাগ নং ১২৯। দক্ষিণে : দাগ নং ১৪৬।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৫.০৫.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৩.০৫.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৭৮,৪১,৫৩৮ টাকা (আটাত্তর লাখ একচল্লিশ হাজার পাঁচশ আটত্রিশ টাকা)
* সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : **৭,৮৪,১৫৪ টাকা (সাত লাখ চুরাশি হাজার একশ চুয়ান্ন টাকা)**
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।
যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মো নং : শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য
মো : ৯৮১১৭১০৫৫৮

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.infolarge.com** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002-এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL18000684, KOLHL18000840	1. মেসার্স রাকেশ ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস - ঋণগ্রহীতা 2. রাকেশ কুমার রাই - সহ-ঋণগ্রহীতা 3. পুষ্পলতা রাই - সহ-ঋণগ্রহীতা	**অনুসূচি-I** হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই, পরিসর নং 152/7, হরদত্ত রাই চামারিয়া রোড (পূর্বে সালকিয়া স্কুল রোড হিসাবে বিদিত), মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং 13, জেলা - হাওড়া, থানা - গোলাবাড়ী ঠিকানাতে মোটমাট 25 কাঠা, 0 ছটাক, 0 বর্গফুট জমির ওপর থাকা ও অবস্থিত 'শিবা অ্যাপার্টমেন্ট' হিসাবে পরিচিত ইমারতের ফোর্থ ফ্লোরে, ব্লক বি, 991 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের নং 405 হওয়া ফ্ল্যাট, যার অন্য সব অধিকার সহ ইমারতের চতুর্সীমা নিম্নরূপ - পূর্বে: প্রাইভেট নর্দমা পশ্চিমে: 6.2 মিটার চওড়া রোড উত্তরে: 5.2 মিটার চওড়া রোড দক্ষিণে: হরদত্ত রাই চামারিয়া রোড (পূর্বে সালকিয়া স্কুল রোড হিসাবে বিদিত)	09/02/2026	07/02/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ 28,54,245.56/- (আঠাশ লাখ চুয়ান্ন হাজার দু'শো পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র।)	06-05-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 08.05.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
কৈখালী শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী সুমিতা ভৌমিক এবং শ্রী মৃন্ময় ভৌমিক** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট নং এফ১, একটি তিনতলা ভবনের প্রথম ফ্লোরে এ অবস্থিত। এটির পরিমাপ প্রায় ৮৫০ বর্গফুট এসবিইউ। হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি) এ এল.ও.পি. নং ২এ, আর.এস. খতিয়ান নং-২, পি.এস. থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ১১০। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও খাবার ঘর সহ ড্রইং রুম, ১টি টয়লেট রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- এল.ও.পি. নং-৪/ মানিক দে-র বাড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। পূর্ব দিকে- এল.ও.পি. নং-২বি/ এম ব্যানার্জি-র বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর।	**২০,৯০,০০৪/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ সহ	৩১.০৭.২০২৩ এবং ১৯.১০.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১৬,৭৩,০০০/- টাকা এবং ১,৬৭,৩০০/- টাকা**
কৈখালী শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুপ্রিয় রায় এবং শ্রীমতী মৌসুমী রায়** **ঠিকানা:** ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট, যা একটি তিনতলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং জি১ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে) -এ অবস্থিত। এটির পরিমাপ কমবেশি ৬০৭ বর্গফুট এসবিইউ। হোল্ডিং নং ১১৪, নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জে.এল. নং-৮, আর.এস. নং-৪৫, আর.এস. দাগ নং-৬৬৩ (পি) এ এল.ও.পি. নং ২এ, আর.এস. খতিয়ান নং-২, থানা-খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভা ওয়ার্ড নং-১২ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ১১০। ফ্ল্যাটটিতে ১টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও খাবার ঘর সহ ড্রইং রুম, ১টি টয়লেট রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- এল.ও.পি. নং-৪/ মানিক দে-র বাড়ি। দক্ষিণ দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। পূর্ব দিকে- এল.ও.পি. নং-২বি/ এম ব্যানার্জি-র বাড়ি। পশ্চিম দিকে- ১৮ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর।	**২০,১২,৪৫১/- টাকা** ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ সহ	১১.০৫.২০২৩ এবং ১৯.০৯.২০২৩ (বাস্তবিক দখল)	**১১,০৩,০০০/- টাকা এবং ১,১০,৩০০/- টাকা**
চাকদহ শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী শংকর কুমার রায়, শ্রীমতী পুতুল পান্ডব রায়** **ঠিকানা :** পালপাড়া, নেতাজি নগর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২	ন্যায়সঙ্গত বন্ধকিকৃত জমি এবং ভবন সম্পত্তির বিবরণ- চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং- ১, হোল্ডিং নং- ১৪৩৬/১, থানা এবং ব্লক- চাকদহ, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২২২-এর অধীনস্থ মৌজা- পালপাড়া, জে.এল নং- ৩৫, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২০৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৫৭ এবং এল.আর. খতিয়ান নং- ২৬৮৬-এ অবস্থিত (জি+৪) তলা বিশিষ্ট ক্ষ্মসান্নিধ্য রেসিডেন্সি অ্যান্ড কমার্শিয়ালক্ষ্ম ভবনের দ্বিতীয় তলায় ফ্ল্যাট নং- ২এ (২০১৯ সালের টাইটেল ডিড নং আই-৯৯৭৩)। ফ্ল্যাটের আয়তন- ১১৫৬.২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৯২৫.০০ বর্গফুট (কভারড এরিয়া)। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: পালপাড়া স্টেশন রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে: সত্যজিৎ বিশ্বাস-এর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে: ১০ ফুট সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এবং তারপরে পার্থ রুদ্র-এর জমি দ্বারা, পশ্চিমে: ১০ ফুট সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এবং তার পরে প্রয়াত স্বর্ণ চক্রবর্তী-এর জমি দ্বারা। (বন্ধকদাতা: শ্রী শংকর কুমার রায় এবং শ্রীমতী পুতুল পান্ডব রায়)।	**৩৫,০৬,১৪৫/- টাকা** ২০.১১.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং চার্জ সহ	০১.০৩.২০২৪ এবং ০৬.০৬.২০২৪ (বাস্তবিক দখল)	**২৪,৫০,০০০/- টাকা এবং ২,৪৫,০০০/- টাকা**
শিশিরকুঞ্জ শাখা **ঋণগ্রহীতা: দেবজ্যোতি সেনগুপ্ত এবং রিমা সেনগুপ্ত** **ঠিকানা:** ৫৭৩/১, অশোকনগর, শক্তি সংঘ ক্লাবের কাছে, অশোকনগর	২য় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব কোণ) অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-২০১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪০ বর্গফুট, হাসি ভিলা নামক বিল্ডিং, যা মৌজা - মাসুন্দা, জে.এল. নং- ৩৪, রে.সা. নং- ৯৬, তৌজি নং- ১৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৭৩১, আর.এস. দাগ নং- ১৮৬/১৬৩১ যা এল.আর. দাগ নং- ৩৩৭ সংশ্লিষ্ট আর.এস. খতিয়ান নং- ২৪, জমিদার খতিয়ান নং-১১ তে অবস্থিত এবং যার হোল্ডিং নং ১৭২, ডঃ বি.সি. রায় সরণি, পো.ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১।	**২৩,৩৫,০৯৭/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	২৮.০৮.২০১৯ এবং ১৯.০৮.২০২০ (বাস্তবিক দখল)	**১২,১০,০০০/- টাকা এবং ১,২১,০০০/- টাকা**
কামারহাটি শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী অমিত আগরওয়াল** **ঠিকানা:** মেগা টাওয়ার, ৩৫/১ বিটি রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ই (ইউ/সি) ৫ তলে, জি-৪ তলা বসবাসের ভবনে ঠিকানা ৭/৬/২৩ বাগস্টেশন রোড, পো - কাঁচড়াপাড়া, থানা - বিজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৪৪৩১৪৫, মৌজা - মল্লিকবাগ, জেএল নং ০১, এলআর খতিয়ান নং ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৫, ২১৪৬, ২১৪৭ আরএস দাগ নং ৬৩, এলআর দাগ নং ৩০৪, হোল্ডিং নং ৭/৬/২৩, ওয়ার্ড নং ১, হালিশহর পুরসভা অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কালীপদ পালের জমি, দক্ষিণে : শ্রী কেশব সিং, পূর্বে : ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রীমতী রেণুবালা সরকারের ভবন, পশ্চিমে: কালীপদ পালের ভবন।	**৩৩,৩৯,৫৬২/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	০৮.০৫.২০১৫ এবং ১৬.০৯.২০১৫ (বাস্তবিক দখল)	**১৪,৮৫,০০০/- টাকা এবং ১,৪৮,৫০০/- টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com/** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ০৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৯.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com/ -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১-৮২৪৯৩২৮৫৪৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে** (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) ই-ব্যাঙ্কনেট -এর উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫% জমা দিতে হবে, বিক্রয় বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।**
(৯) **ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫% অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কার্যকালে) আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।**
(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১১) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যে কোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।
(১৪) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ০৮.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

চন্দ্রনাথ রথ খুনে ব্যবহৃত বাইক নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য

বার্নপুরে রেজিস্ট্রেশন ঘিরে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) চন্দ্রনাথ রথের খুনে ব্যবহৃত একটি মোটরবাইক নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে। পুলিশের তদন্তে এই মোটরবাইক নিয়ে যে তথ্য সামনে এসেছে, তাতে জানা গেছে বাইকটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বার্নপুর এলাকায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, বাইকটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর হল ডব্লিউবি৪৪ডি১৯৯০। রেজিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, বাইকটির মালিকের নাম বিভাস কুমার ভট্টাচার্য। রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ৪ মে, ২০১২। তা পশ্চিম বর্ধমান জেলা আরটিওতে করা হয়েছিল। সেটি ২ মে, ২০২৭ পর্যন্ত বৈধ। রেজিস্ট্রেশনে ঠিকানা লেখা হয়েছে, কোয়ার্টার নম্বর এবি ৭/১২, গুরুদ্বার রোড, বার্নপুর, থানা- হিরাপুর, বর্ধমান, রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ। তবে, বৃহস্পতিবার এই ঠিকানাটি যাচাই করে দেখা গেছে যে সেখানে বিভাস কুমার ভট্টাচার্য নামে কেউ থাকেন না। বর্তমানে, বার্নপুর সেল আইএসপি বা ইস্কো কারখানার কর্মচারী ধরমবীর কুমার তাঁর পরিবারের সঙ্গে সেই কোয়ার্টারে থাকেন। ধরমবীর কুমার বলেন, 'আমি ২০১৪ সাল থেকে এই কোয়ার্টারে থাকছি। তার আগে বার্নপুর রোডে ডলি লজ এলাকায় ভাড়া থাকতাম। তারপর নিয়ম মেনে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে কোয়ার্টারের জন্য আবেদন করি। সেই আবেদনের ভিত্তিতে এই কোয়ার্টারটি পাই। বিভাস কুমার নামে কাউকে চিনি না।' ধরমবীর কুমার আরও জানিয়েছেন, 'যে মোটরবাইকের নম্বর প্লেট মধ্যমগ্রামে পাওয়া গেছে, সেটি এখানে নেই। তাঁর নিজের একটি মোটরবাইক আছে। সেই মোটরবাইকটির রেজিস্ট্রেশন নম্বরও ভিন্ন।' তিনি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমে ঘটনার কথা জানতে পারি। তখন বাইকের বিষয়টি জানতাম না। এদিন সকালে পুলিশ ও পরে সংবাদমাধ্যমের কাছে পুরোটা জানতে পারি।' উল্লেখ্য, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের হিরাপুর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে খুনে ব্যবহৃত মোটরবাইকের নম্বর ধরে বার্নপুরের এই ঠিকানায় যায়। তারা ধরমবীর কুমারের সঙ্গে কথা বলেন। তার কাছ থেকে পুলিশ যাবতীয় তথ্য প্রমাণাদি যাচাই করে। বার্নপুরের গুরুদ্বার রোডের এবি-টাইপ কোয়ার্টারের বাসিন্দারা এই ঘটনা জেনে রীতিমতো হতবাক। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, খুন কাণ্ডে ব্যবহৃত বাইকটির রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি ভুয়ো হতে পারে। সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

এএসআই-এর নাকে ঘুষি মেরে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুলিশের নাক ফাটিয়ে শ্রীরামপুরে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালা খোলা নিয়ে বচসা। শ্রীরামপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাজেশ শা। কাউন্সিলর-সহ দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীরামপুর টিনবাজার এলাকায় একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা বন্ধ ছিল। সেই তালা খুলতে যায় পুলিশ। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ছিলেন। সেখানেই রাজেশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় পুলিশের। অভিযোগ, এর পরেই এএসআই-এর নাকে ঘুষি মারেন কাউন্সিলার। নাক ফেটে রক্ত বেরোতে থাকে। রাজেশ শা-সহ তাঁর দুই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শ্রীরামপুরের বিজেপি বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'পুলিশ কোনও রং না দেখে ব্যবস্থা নেবে। এখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হোক, এটাই আমরা চাই। তার জন্য পুলিশ কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কাকে গ্রেপ্তার করবে, তাদের ব্যাপার। এখানে আমরা নাক গলাব না। তবে আমরা এলাকায় শান্তি চাই।' এ দিন শ্রীরামপুর থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পথে রাজেশ অবশ্য দাবি করেন, পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির জন্য একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেওয়া হয়। তা নিয়ে ঝামেলা। কিন্তু কারও গায়ে তিনি হাত দেননি। রাজেশের দাবি, এলাকায় তিনি সস্ত্রীক লিড দিয়েছেন ভোটে। রাজনৈতিক ভাবে তারই প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ,
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ (প্রতিকী)
১. **মেসার্স ভয়েজার হেলথকেয়ার,** ৯৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কালুয়া জোকা, কলকাতা- ৭০০১০৪। ২. **শ্রী দেবাশিস সাধুখাঁ (পার্টনার),** পিতা- নিমাই সাধুখাঁ, ২/১০বি, বিজয়গড় কলোনি (যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড), ওয়ার্ড নং- ২, প্রেমিসেস ১-৩৪, কলকাতা- ৭০০০৩২। ৩. **শ্রী সুপ্রকাশ কোলে (পার্টনার),** পিতা- সুনীল কুমার কোলে, এম জি রোড, চক ঠাকুরানী, জোকা, হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১০৪।	ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ***********৯৯২০-এর অধীনে বকেয়া ৪০,০০,০০০.০০/- টাকা (চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ অনুযায়ী খ) ২৫-০৭-২০২৫ গ) ০৬-০৫-২০২৬

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এ.ডি.এস.আর. বেহালা, ডি.এস.আর.- ২, আলিপুর-এ জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারাধীন এলাকায়, থানা- ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর-এর অধীনে, মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং- ২৩, পরগনা- খাসপুর, তৌজি নং- ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং- ১১১৮-এর অন্তর্ভুক্ত, দাগ নং- ৩১৭৬-এ অবস্থিত প্রায় ১ (এক) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ৩৮ (আটত্রিশ) বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তদুপরি দণ্ডায়মান ১৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (একতলায় ৮০০ বর্গফুট এবং দোতলায় ৮০০ বর্গফুট) পরিমাপের অসম্পূর্ণ দ্বিতল ভবন সমেত এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ধরণের ইজমেন্ট এবং সাধারণ অধিকার, সুবিধা ও উত্তরাধিকার। উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে- প্লট নং- ৯ (গোমেস-এর জমি); দক্ষিণে- প্লট নং- ১১ (জয়ন্তী মজুমদার-এর জমি); পূর্বে- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা; পশ্চিমে- ৩১৭৭ নং দাগের অংশের অধীনস্থ জমি। এই সম্পত্তিটি শ্রী দেবাশিস সাধুখাঁ-এর নামে রয়েছে।

তারিখ: ০৮.০৫.২০২৬ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা | অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল -১
৪২সি, জে এল নেহরু রোড, ৯ম ফ্লোর,
জীবন সুধা বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং- ওএ/৩৭১/২০১৫
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া -বনাম- লিবারেল অ্যাসোসিয়েশন ফর মুভমেন্ট অফ পিপল
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ডিআরটি-১ কলকাতা-এর লার্নেড প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে পাস করা আদেশ অনুসারে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে-

নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অন্তর্গত, থানা- ক্যানিং, বর্তমান থানা- জীবনতলা, বি.এল. এবং এলআরআরও- ক্যানিং-২, মৌজা- শ্রীনগর, তৌজি নং- ১৫১৫ এবং ৩২১৫, জে.এল.- ১৮১, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৬২/১ -এর অধীনস্থ (হাল) দাগ নং- ১১২২-এ অন্তর্ভুক্ত ৫৬ ডেসিমেল এবং ৪৪ ডেসিমেল পরিমাপের শালি জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।

ই-অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে।

আগ্রহী ক্রেতাদের সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০% আর্নেস্ট মানি শুধুমাত্র প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের আকারে অথবা আবেদনকারী ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

সফল বিডারের ক্ষেত্রে উক্ত আমানত সমন্বয় করা হবে এবং ই-অকশন রিপোর্ট পাওয়ার পর অন্যান্য বিডারদের তা ফেরত দেওয়া হবে।

সফল বিডারকে বিক্রয়ের পরের দিন ,যদি পরের দিনটি ৬ই জুন, ২০২৬ হয়, বিকাল ৪টের মধ্যে আর্নেস্ট মানি সমন্বয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ২৫% জমা দিতে হবে, ব্যর্থ হলে আর্নেস্ট আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের বাকি ৭৫% জমা দিতে হবে।

সংরক্ষিত মূল্য যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **২২,৮৬,৯০০.০০/- টাকা (বাইশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শত টাকা মাত্র)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% হবে বিড বৃদ্ধির পরিমাণ।

অন্যান্য শর্তাবলী ২৬.০৬.২০২৫ তারিখের ওএ/৩৭১/২০১৫ -এর মত বর্তমান কেসে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারি করা বিক্রয় ঘোষণার মতই থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যা **১০ই জুন, ২০২৬ তারিখে** ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট **http://drt.auctiontiger.net** -এ **বিকাল ৩.০০ টে থেকে বিকাল ৪.০০ টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে ৩ মিনিটের আনলিমিটেড এক্সটেনশন থাকবে।

সম্ভাব্য বিডারকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিকাল ৩ টের মধ্যে বা তার আগে প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-১, কলকাতা-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি এবং তাদের অফার সহ নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে।

তবে, নিলামের সময় নেটওয়ার্কের কারণে ঘটে যাওয়া কোনো সমস্যার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

ই-অকশন প্রদানকারী সংস্থার দ্বারা নিলামে অনলাইনে লগইন এবং অংশগ্রহণের জন্য, যদি কোনো নির্দেশ থাকে, তবে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী আগ্রহী ক্রেতাকে পাঠানো হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের বিশদ বিবরণ মোবাইল নং- ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল- **support@auctiontiger.net**।

আগ্রহী বিডাররা ই-অকশন সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রক্রিয়া, শর্তাবলী এবং অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য **http://drt.auctiontiger.net** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।

পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- অনুমোদিত আধিকারিক- তাপশ্রী ভট্টাচারিয়া, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭৪১৬০৫, সিসিও- কল্পতরু দাস, মোবাইল নং- ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯, ঠিকানা- এসবিআই, এসএআরবি-সাউথ-বেঙ্গল (১৫১৯৬), জীবন দীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭১, ই-মেইল আইডি- sbi.15196@sbi.co.in।

স্থান: কলকাতা | স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৫.২০২৬ | ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-১, কলকাতা

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144409
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৮/১ লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ইমেইল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

ফর্ম নং সিএএ-২
কোম্পানি (আপস, বন্দোবস্ত এবং একত্রীকরণ) বিধিমালা, ২০১৬-এর ধারা ২৩০(৩) এবং রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের সামনে

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের বিষয়ে

এবং

জেপিএ স্ন্যাকস প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারর কোম্পানি) এবং **মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (ট্রান্সফারি কোম্পানি) এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডার ও পাওনাদারদের মধ্যে একত্রীকরণের স্কিমের বিষয়ে

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার, সুরক্ষিত এবং অসুরক্ষিত পাওনাদারদের সভার বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২৪শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে পাস করা একটি আদেশ অনুসারে, জেপিএ স্ন্যাকস প্রাইভেট লিমিটেড (ট্রান্সফারর কোম্পানি) এবং মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ট্রান্সফারি কোম্পানি) এবং তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডার ও পাওনাদারদের মধ্যে একত্রীকরণের প্রস্তাবিত স্কিম, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৩০-২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা (যার মধ্যে বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন এবং সেবি মাস্টার সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি- রিকুয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, ২০ জুন, ২০২৩ তারিখের ২/পি/সিআইআর/২০২৩/৯৩ বা সময় সময় স্কিম অফ অ্যামালগ্যামেশন/মার্জারের জন্য প্রযোজ্য সেবি দ্বারা জারি করা অন্য কোনো সার্কুলার (''স্কিম'') অন্তর্ভুক্ত)-এর অধীনে বিবেচনা করতে এবং উপযুক্ত মনে হলে পরিবর্তন সহ বা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার, সুরক্ষিত পাওনাদার এবং অসুরক্ষিত পাওনাদারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আদেশের অনুসরণে এবং তাতে নির্দেশিত অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (এলওডিআর) ২০১৫ মেনে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জারি করা জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০ এবং পরবর্তীতে সময় সময় জারি করা সার্কুলারসমূহ (সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের নম্বর ০৩/২০২৫) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারে (যৌথভাবে ''সার্কুলার'' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) উল্লিখিত অপারেটিং পদ্ধতিগুলি (প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ) অনুসরণ করে শেয়ারহোল্ডারদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে একটি সাধারণ স্থানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডার, সুরক্ষিত পাওনাদার এবং অসুরক্ষিত পাওনাদারদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি উপরিউক্ত সভার জন্য বিজ্ঞপ্তি সহ স্কিম এবং আইনের ২৩০, ২৩২ এবং ১০২ ধারার অধীনে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডার এবং পাওনাদারদের কাছে পাঠিয়েছে, যারা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (এসটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন।

এছাড়া, যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানির কাছে উপলব্ধ নেই তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় যোগদানের জন্য দিন, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য বিবরণের পাশাপাশি ওয়েব লিঙ্ক (সঠিক পথ সহ) রয়েছে, যেখানে স্কিম এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ উপরিউক্ত সভার জন্য বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তি, স্কিম এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.manaksiacoatedmetals.com/**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -এ, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) ই-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.evoting.nsdl.com** -এও উপলব্ধ। এছাড়া, শেয়ারহোল্ডাররা ইমেইলের মাধ্যমে **company.secretary@mcmil.in** -এ কোম্পানির কাছে অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা যেকোনো কাজের দিন (শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিন বাদে) বেলা ২.০০ টে থেকে ৪.০০ টে আইএসটি-এর মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় থেকে বিনামূল্যে উপরোক্ত নথির একটি বাস্তবিক অনুলিপি পেতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি নিচে দেওয়া হল:

ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভা	
সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ	সোমবার, ১লা জুন, ২০২৬
রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬, সকাল ০৯.০০ টা (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়	রবিবার, ৭ জুন, ২০২৬, বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি)
সভায় ই-ভোটিং	সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬, সকাল ১১.০০ টা (আইএসটি) (সভার চেয়ারপারসন কর্তৃক ভোটিং ঘোষণা হওয়ার পর সভার কার্যক্রম শেষ হওয়ার ৩০ মিনিট পর পর্যন্ত)

অসুরক্ষিত পাওনাদারদের সভা	
সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ	মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ, ২০২৬
রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬, সকাল ০৯.০০ টা (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়	সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬, বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি)
সভায় ই-ভোটিং	মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬, সকাল ১১.০০ টা (আইএসটি) (সভার চেয়ারপারসন কর্তৃক ভোটিং ঘোষণা হওয়ার পর সভার কার্যক্রম শেষ হওয়ার ৩০ মিনিট পর পর্যন্ত)

সুরক্ষিত পাওনাদারদের সভা	
সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ	মঙ্গলবার, ৩১ মার্চ, ২০২৬
রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬, সকাল ০৯.০০ টা (আইএসটি)
রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়	সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬, বিকাল ০৫.০০ টা (আইএসটি)
সভায় ই-ভোটিং	মঙ্গলবার, ৯ জুন, ২০২৬, দুপুর ০২.০০ টা (আইএসটি) (সভার চেয়ারপারসন কর্তৃক ভোটিং ঘোষণা হওয়ার পর সভার কার্যক্রম শেষ হওয়ার ৩০ মিনিট পর পর্যন্ত)

উপরে উল্লিখিত ভোটের সময়কালের পরে রিমোট ই-ভোটিং এবং সভায় ই-ভোটিং করার অনুমতি দেওয়া হবে না, শেয়ারহোল্ডার এবং/অথবা পাওনাদাররা শুধুমাত্র একটি মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারবেন অর্থাৎ রিমোট ভোটিং বা সভায় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে, শেয়ারহোল্ডার এবং/অথবা পাওনাদাররা যারা রিমোট ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

অধিকন্তু, একবার কোনো শেয়ারহোল্ডার/পাওনাদার কর্তৃক কোনো প্রস্তাবে ভোট দেওয়া হলে, শেয়ারহোল্ডার/পাওনাদারকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

শুধুমাত্র যে শেয়ারহোল্ডার/পাওনাদারদের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ১ জুন, ২০২৬-এ সদস্য/পাওনাদারদের রেজিস্টারে নথিবদ্ধ থাকবে, তারা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা বা সভায় উপলব্ধ ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত প্রস্তাবের উপর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এবং সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

শেয়ারহোল্ডার/পাওনাদারদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডিং/বকেয়া পরিমাণের অনুপাতে হবে, যারা কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার/পাওনাদার নন তাদের এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।

যেসব শেয়ারহোল্ডার/পাওনাদার ডিপি/আরটিএ-এর কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের ডিম্যাট মোডে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিপি-এর কাছে এবং ফিজিক্যাল মোডে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে আরটিএ-কে লিখে তাদের ইমেইল আইডি নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যেহেতু প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে উপরিউক্ত সভা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সভায় যোগদানের এবং ভোট দেওয়ার জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না।

মাননীয় এনসিএলটি অ্যাডভোকেট পরীক্ষিত পোদ্দার-কে চেয়ারপারসন এবং কোম্পানি সেক্রেটারি বিদুষী আচারী-কে উপরোক্ত সভার স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

উপরে উল্লিখিত স্কিম, যদি উপরোক্ত সভায় অনুমোদিত হয়, তবে তা মাননীয় এনসিএলটি-এর পরবর্তী অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে।

চেয়ারপারসনের রিপোর্ট সহ উপরোক্ত সভার ভোটের ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.manaksiacoatedmetals.com/** এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট **https://www.evoting.nsdl.com** -এও প্রকাশ করা হবে।

ফলাফলগুলি এনএসই এবং বিএসই-তেও পাঠানো হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে যোগদান সম্পর্কিত কোনো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন অথবা (০২২) ৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা প্রীতম দত্ত, সহকারী ব্যবস্থাপককে **pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com** -এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

স্বা/-
স্থান: কলকাতা | পরীক্ষিত পোদ্দার
তারিখ: ৭ মে, ২০২৬ | সভার জন্য নিযুক্ত চেয়ারপারসন

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
মোবাইল: ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ই-মেইল: c0719@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -২০০২ -এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে''** এবং **''সেখানে যা-কিছু আছে''** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে-

ই-অকশনের তারিখ: ২৯.০৫.২০২৬, অকশনের সময়: দুপুর ১২.০০টা - দুপুর ২.০০ টা
ইএমডি এর শেষ তারিখ: ২৮.০৫.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান: https://www.baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : শ্রী নাফে সিং, ফোন নং- ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি /আরটিজিএস -এর বিবরণ: আইএফএসসি - PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিবরণের জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স কৃশ এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী:শ্রী সঞ্জয় কুমার কামাত জামিনদারগণ: ১. শ্রী দিলীপ কুমার কামাত ২. শ্রী বিনোদ কুমার কামাত	মৌজা- মালিপাড়া বোড়াল, জে.এল. নং ৬১, আর.এস. দাগ নং ২৭০ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৩৮০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২২৫০ এর অন্তর্ভুক্ত; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত এবং রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনস্থ ২ (দুই) কাঠা ২ (দুই) ছটাক পরিমাপের দালানসহ জমি। উক্ত সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা এ.ডি.এস.আর. অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এবং আই-০৬২০০/১১ এবং আই-১০৮০/১৩ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে **সঞ্জয় কামাত, দিলীপ কুমার কামাত ও বিনোদ কুমার কামাত -এর নামে** নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা:-** উত্তরে- ১৬ ফুট প্রশস্ত মালিপাড়া রোড। দক্ষিণে- আর.এস. দাগ নং ২৭০-এর জমির অংশ। পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ২৭০-এর জমির অংশ। পশ্চিমে- ১৪ ফুট প্রশস্ত পাবলিক রাস্তা। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)**		ক) ২৮.০৪.২০২৩ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ৪৮,১৩,৪৫০.৯৩ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র) ১৩(২) নোটিস অনুসারে সহ সুদ এবং তদুপরি অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৫৭.৮০ লক্ষ টাকা খ) ৫.৭৮ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) আবুল হাসনাত; জামিনদারগণ: ১. শ্রী সুশান্ত সেনগুপ্ত, ২. শ্রীমতী রেবেকা সুলতান	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি পৌরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং ঘোলা, সোদপুর থানার অন্তর্গত মৌজা- নাটাগড়, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. নং ১০১, তৌজি নং ১১৫, আর.এস. দাগ নং ১৭৮১ (পি) এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৫৯৭-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে চত্বর নং ১১৩, নাটগড় মেইন রোড, পঞ্চবটী, পোঃ ও থানা- ঘোলা, কলকাতা- ৭০০১১৩ ঠিকানায় অবস্থিত 'পঞ্চবটী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি জি+৩ তলা বিশিষ্ট আর.সি.সি. ফ্রেমড আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের ১ম ফ্লোরে দক্ষিণমুখী কমবেশি ৬৬৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া বিশিষ্ট '১সি' নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা:-** উত্তরে- সিঁড়িঘর। দক্ষিণে- উন্মুক্ত আকাশ। পূর্বে- অন্যদের ফ্ল্যাট। পশ্চিমে- উন্মুক্ত আকাশ। **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখল অধীন)**		ক) ০৩.০৩.২০০৮ খ) ১৪.০২.২০১৪ গ) ৫,০০,৭৭৪.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ সাতশত চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ১৩(২) নোটিস অনুসারে সহ সুদ এবং তদুপরি অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ১০.৯০ লক্ষ টাকা খ) ১.১০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স রাজ মিলন জামিনদারগণ: শ্রীমতী উৎপলা আচার্যি	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩০ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত বেহালা পোঃ এলাকার ৪৮, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৪ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 'সি-১' নম্বর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি মার্বেল মেঝেযুক্ত এবং ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট ও বারান্দাসহ আনুমানিক ৮১০ বর্গফুট (কম বা বেশি) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট। এর সাথে প্রথম তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির উপর নির্মিত ভবনের এবং 'এ' তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সমস্ত সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। দানকৃত ও হস্তান্তরিত এই ফ্ল্যাটটি সংযুক্ত মানচিত্রে লাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা এই দানপত্র দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত সম্পত্তিটি ১৯.০১.২০১৮ তারিখের আই-০৭৫২/১৮ নম্বর দানপত্র দলিল অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এ.ডি.এস.আর.-২ অফিসে নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ। দক্ষিণে- উন্মুক্ত আকাশ। পূর্বে- উন্মুক্ত আকাশ। পশ্চিমে- সিঁড়ি ও লবি। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)**		ক) ১৬.০৮.২০২২ খ) ১৯.১১.২০২২ গ) ৪৪,৮৩,৯৩০.৬৮ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র) ১৩(২) নোটিস অনুসারে সহ সুদ এবং তদুপরি অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ৩১.৪২ লক্ষ টাকা খ) ৩.৪৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স রক্সটন ইলেকট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ জামিনদারগণ: ১. শ্রী আলোক কুমার আগরওয়াল ২. শ্রী আদিত্য বিক্রম আগরওয়াল ৩. শ্রী প্রবীণ কুমার আগরওয়াল ৪. শ্রীমতী অনুজা আগরওয়াল ৫. কুমারী স্নেহা আগরওয়াল ৬. কুমারী প্রাপ্তি আগরওয়াল	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৮৬ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং গড়িয়াহাট থানার অন্তর্গত ১৬/২জে, ডোভার লেন, কলকাতা- ৭০০০২৯ ঠিকানায় অবস্থিত ১ (এক) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক ৪৩ বর্গফুট (কম বা বেশি) পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামো সম্বলিত সম্পত্তির অবিভক্ত ২/৩ অংশ। উক্ত কাঠামোর মধ্যে ১ম ফ্লোরে প্রায় ৮৭৫ বর্গফুট এবং ২য় ফ্লোরে প্রায় ৬৭৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সর্বমোট ১৫৪৮ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ২য় ফ্লোরে ১৬৫.৪৪ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝেযুক্ত উন্মুক্ত ছাদ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার আগরওয়ালের পুত্র **শ্রী প্রবীণ কুমার আগরওয়ালের নামে** নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ১৬/২বি, ডোভার লেন চত্বর। দক্ষিণে- ১৬পি, ডোভার লেন চত্বর। পূর্বে- ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। পশ্চিমে- তিন তলা ভবন। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)**		ক) ১৬.০১.২০২০ খ) ১৯.০৬.২০২০ গ) ৭,২২,৪৮,৫৪১.০০ টাকা (সাত কোটি বাইশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা মাত্র) ১৩(২) নোটিস অনুসারে সহ সুদ এবং তদুপরি অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ১৫২.০৫ লক্ষ টাকা খ) ১৫.০২ লক্ষ টাকা গ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা
৫.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স নূপুর বিনিয়োগ জামিনদারগণ- ১. শ্রী পিনাকী দাশগুপ্ত ২. শ্রী নিরাজ খৈতান	**সম্পত্তি-১** এর জন্য- লারিকা টাউনশিপের ১২ নং বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১০২। হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (তালিখোলা), থানা - বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৬ অনুসারে **নূপুর বিনিয়োগ প্রা. লি.-এর নামে** রয়েছে। পরিমাপ ৬৪৬ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর- প্রদীপ ঘোষালের ফ্ল্যাট নং ১০১, দক্ষিণ - গাড়ী পার্কিং স্থান, পূর্ব- সাধারণ পথ, পশ্চিম- লবি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-২** এর জন্য- সান্ধা জানাদু এর ৬ষ্ঠ ফ্লোরে হোম স্টুডিও নং ৬৩৩। মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং এএস/২৭৫, ব্লক-এ, রাজারহাট মেন রোড, মৌজা- গোপালপুর, থানা - এয়ারপোর্ট। বিধান নগর পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৫, কলকাতা ৭০০ ১৩৬-এর অধীনে, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৮ অনুসারে **নূপুর বিনিয়োগ প্রা. লি.-এর নামে** রয়েছে। পরিমাপ ৭৬০.০০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর- ফ্ল্যাট নং ৬৩২, দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ৬৩৪ ও খোলা আকাশ, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- লবি ও ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৩ এর জন্য-** ১১০ ডায়মন্ড হারবার রোড প্রেমিসেস, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১২৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩, এবং সাথে গাড়ী পার্কিং (১২৩১৪/৯ ডায়মন্ড হারবার রোড, মৌজা - পিরবা বড়িশা) ২০১৬ সালের টাইটেল ডিড নং ৫৮২০ অনুসারে **নূপুর বিনিয়োগ প্রা. লি.-এর নামে** রয়েছে। পরিমাপ ১৭০০ বর্গফুট + ১২০ বর্গফুট = ১৮২০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর খোলা আকাশ, দক্ষিণ - সিঁড়িঘর, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - লিফট স্পেস। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৪ এর জন্য-** ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত লারিকা টাউনশিপের ৩৭ নং বিল্ডিংয়ের ৩য় ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং ৪০৭। হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (তালিখোলা), থানা - বারাসাত এর অধীনে বারাসাত পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৭ অনুসারে **নূপুর বিনিয়োগ প্রা. লি.-এর নামে** রয়েছে। পরিমাপ ৪১১ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর - খোলা আকাশ, দক্ষিণ - ফ্ল্যাট নং ৪০৮, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - লবি এবং তারপরে ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।**		ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ১২.০৯.২০১৯ গ) ৬,৪৯,৩১,৯২১.০০ টাকা (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শত একুশ টাকা মাত্র) ১৩(২) নোটিস অনুসারে সহ সুদ এবং তদুপরি অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	সম্পত্তি - ১ -এর জন্য ক) ১২.৮৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ২ -এর জন্য ক) ২৭.০০ লক্ষ টাকা খ) ২.৭০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ৩ -এর জন্য ক) ১০২.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১০.২৫ লক্ষ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি - ৪ -এর জন্য ক) ৮.২০ লক্ষ টাকা খ) ০.৮২ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য জামিনদারগণ : ১. শ্রীমতী তন্দ্রা আচার্য ২. শ্রী প্রবাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	মৌজা- সামালি, জে.এল. নং- ২৩, আর.এস. নং- ৯১, তৌজি নং- ১, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩৪১, ৭, ৭৫৪ ও ৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ২১০২, আর.এস. দাগ নং- ১৩১৩, ১৩১৫, ১৩১৬ ও ১৩১৭, এল.আর. দাগ নং- ১৩৮১, ১৩৮৩, ১৩৮৪ ও ১৩৮৫ -এর অন্তর্গত; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার অধীনস্থ রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত মোট ৭২.০২ ডেসিমেল/শতক (কম-বেশি) পরিমাপের জমি এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত স্বত্ব ও অংশ। **সীমানা (সরজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে) :** উত্তর: ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা (অর্থাৎ সামালি ভিলেজ রোড)। দক্ষিণ: ফাঁকা জমি। পূর্ব : ফাঁকা জমি। পশ্চিম: ফাঁকা জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।**		ক) ০৬.০৯.২০২৩ খ) ০৯.১১.২০২৩ গ) ১,৪৯,৪৬,১৪২.০০ টাকা (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৩(২) নোটিস অনুসারে সহ সুদ এবং তদুপরি অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ	ক) ১০৩.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১০.৩৫ লক্ষ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- ২৫.০৫.২০২৬ থেকে ২৬.০৫.২০২৬ (সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)

১. **নিয়ম ও শর্তাবলী :** ১. ই-নিলাম **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'** এবং **'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'** -এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪. শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. আগ্রহী দরদাতারা, যারা **২৮.০৫.২০২৬** তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে **https://www.baanknet.com** থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা **https://www.baanknet.com** কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯. দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট: **https://www.baanknet.com** -এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০. বিক্রয় মূল্যের ২৫% অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১. উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫% স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **১৫ দিনের** মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ: ০৮.০৫.২০২৬, স্থান: কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট: http://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

‘অপারেশন সিঁদুরে’র বর্ষপূর্তিতে সেনার প্রশংসা অমিত-রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৭ মে: জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনার পরবর্তী অধ্যায়ে পাক ভূখণ্ডে যে সিঁদুর অভিযান চালানো হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সেই অভিযানের একবছর পূর্ণ হল। সিঁদুর অভিযানের বর্ষপূর্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযানের বর্ষপূর্তিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও জানালেন, এই অভিযান জাতীয় সংকল্প ও প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, ‘অপারেশন সিঁদুর ভারতের একটি যুগান্তকারী অভিযান। যা আমাদের শত্রুদের সশস্ত্র বাহিনীর অব্যর্থ আঘাত হানার ক্ষমতার কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবে। ইতিহাস এই দিনটিকে স্মরণ করবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সুনির্দিষ্ট আঘাত হানার ক্ষমতা, আমাদের এজেন্সিগুলির নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্য এবং দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির একযোগে জেগে ওঠার দিন হিসেবে, যা পহেলগামে আমাদের নাগরিকদের উপর অশুভ ছায়া ফেলার দুঃসাহস দেখানো সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসের প্রতিটি ঠিকানাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই দিনটি আমাদের শত্রুদের কাছে এই ভয়ঙ্কর বার্তা পৌঁছে দিতে থাকবে যে, তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তারা পালাতে পারবে না। তারা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এবং আমাদের গোলাবর্ষণের প্রচণ্ড ক্রোধের আওতায় রয়েছে।’ বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স মাধ্যমে জানান, ‘অপারেশন সিঁদুরের বর্ষপূর্তিতে আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাই, যাদের সাহস ও নিষ্ঠা আজও দেশকে সুরক্ষিত রাখছে। এই অভিযান চলাকালীন তাদের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়েছিল অতুলনীয় নির্ভুলতা, নিশ্ছিদ্র যৌথতা এবং বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে গভীর সমন্বয়, যা আধুনিক সামরিক অভিযানের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। অপারেশন সিঁদুর জাতীয় সংকল্প ও প্রস্তুতির এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা দেখায় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে সর্বদা প্রস্তুত। এটি আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে অবিচল অগ্রগতিরও এক সাক্ষ্য, যা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সহনশীলতাকেও শক্তিশালী করে।’

‘‘অপারেশন সিঁদুর ভারতের একটি যুগান্তকারী অভিযান। যা আমাদের শত্রুদের সশস্ত্র বাহিনীর অব্যর্থ আঘাত হানার ক্ষমতার কথা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেবে।’’

— অমিত শাহ

‘‘অপারেশন সিঁদুরের বর্ষপূর্তিতে আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাই, যাদের সাহস ও নিষ্ঠা আজও দেশকে সুরক্ষিত রাখছে।’’

— রাজনাথ সিং

নিরাপত্তায় জোর জম্মু ও কাশ্মীরে

জম্মু, ৭ মে: পঞ্জাবের জলন্ধর ও অমৃতসরে জোড়া বিস্ফোরণের পর উত্তর ভারত জুড়ে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। এর পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে সতর্কতা বাড়িয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে। এদিকে, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর বর্ষপূর্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশনস গ্রুপ জম্মুতে সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা, রাজ্যপাল ও বিজয়ের কথা

চেন্নাই, ৭ মে: কংগ্রেসের সমর্থনের পরও ম্যাজিক ফিগার থেকে দূরে টিভিকে। ফলে সরকার গড়তে পারছেন না তিনি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত হলেই টিভিকে প্রধান বিজয় শপথ নিতে পারবেন। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল চাইছেন, রাজ্যে একটি স্থিতিশীল সরকার থাকুক। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ের লোক ভবনে তামিলগা ভেট্রি কাজাগামের প্রধান থিরু সি জোসেফ বিজয়কে আমন্ত্রণ জানান। বৈঠকে রাজ্যপাল জানান, সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ম্যাজিক ফিগার প্রমাণিত হলেই তিনি সরকার গঠন অথবা শপথ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে চিত্রতারকা তথা রাজনীতিবিদ বিজয়ের দল টিভিকে। দলের অভূতপূর্ব জয়ের পর নবনির্বাচিত বিধায়করা বিজয়কে তাঁদের দলনেতা নির্বাচিত করেছেন। বিজয়ই যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ময়দান

ডার্বি নিয়ে ভাবতে নারাজ লোবেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। এফসি গোয়ার ঘরের মাঠে খেলতে নামার আগে তাই সতর্ক বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। গোয়ার গরম ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে একদিন আগেই মাণ্ডবীর তীরে পৌঁছল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। দীর্ঘ যাত্রা ও গরমে ক্লান্ত অবস্থায় গোয়ার টিম হোটেলে পৌঁছল পূর্ণশক্তির মোহনবাগান দল। আপুইয়া ও আলবার্তো রদ্রিগেজের চোট নিয়ে সংশয় কেটেছে। ফলে এই দু’জনকে নিয়েই গোয়া পৌঁছেছে মোহনবাগান দল।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা স্পষ্ট করে দেন, কোনওরকম অজুহাত নয়, বরং ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে তাঁর দল। তিনি বলেন, ‘আবহাওয়া কোনও সমস্যা নয়, আমরা অজুহাত খুঁজতে চাই না। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তিন পয়েন্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যেই মাঠে নামব।’ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে লোবেরা বলেন, ‘আমি ডার্বি নিয়ে এখনই কথা বলতে চাই না। ডার্বি নিয়ে তার আগের দিন কথা বলব। সব ম্যাচকেই সমান চোখে দেখা উচিত। বাকি দলগুলিও পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে পৌঁছতে পারে।

ডার্বির আগে এখনও আমাদের দুটো ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচগুলি নিয়ে আগে ভাবব। গোয়া ম্যাচ আমাদের জন্য কঠিন হবে। ওরা এখন কম চাপ নিয়ে খেলছে। ভালো কোচ রয়েছে, ভালো দল। তবে আমার হাতেও পূর্ণশক্তির দল রয়েছে। ভালো খেলতে তারাও তৈরি।’

এই ম্যাচের আগে বাগানের অস্ট্রেলীয় তারকা জেসন কামিংস বলেন, ‘আরও বেশি মিনিট খেলতে চাই। এই ক্লাবের জন্য সব সময়ই নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করি। সব ম্যাচেই নিজের সেরাটা দিতে চাই। আগের ম্যাচে দলকে সাহায্য করতে পেরে ভালো লাগছে। নিজের সতীর্থদের সাহায্য করতে পেরে ভালোই লাগে। ম্যাচে খেলার সময় সব সময়ই উপভোগ করি। আমরা ড্রেসিংরুমে একটা পরিবারের মতো। এটাই আমাদের সাফল্যের রহস্য।’

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Expression of Interest (EOI) has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2510/97 dated April 22, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1023678_1** from the Insurance Companies (Licensed and Registered with IRDA) or Agencies / Brokers (enabled by Central Legislation to undertake insurance related activities) dealing with “Group Health Insurance Plan” for obtaining Group Mediclaim Policy for bringing its Permanent Employees including their dependent Family Members and Contractual Employees (Assistant) of The WBSCARDB Ltd. under Medical Insurance Coverage in case of Medical exigency. The last date for submission/uploading of Bid through online is **May 18, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

May 05, 2026 — **Sd/- Managing Director**

নোটিশ

এতদ্বারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে মাস্টার ডিরেকশন-বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি- স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশন ২০২৩ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৩ অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে : ১) অমিত সচদেব, নিবাস বিএক্স-৩০৩ টাওয়ার -১, আশিয়ানা উপবন, অহিংসা খণ্ড-২, ইন্দিরাপুরম, শিপ্রা সান সিটি, গাজিয়াবাদ, ইউ পি ২০১০১৪, ২) রুচি খান্না, নিবাস বিএক্স-৩০৩ টাওয়ার -১, আশিয়ানা উপবন, অহিংসা খণ্ড-২, ইন্দিরাপুরম, শিপ্রা সান সিটি, গাজিয়াবাদ, ইউ পি ২০১০১৪, ৩) করণ সিংঘল, নিবাস : ফ্ল্যাট নং ১০১৮, টাওয়ার ৩, আশিয়ানা উপবন, অহিংসা খণ্ড-২, ইন্দিরাপুরম, গাজিয়াবাদ, ২০১০১৪, ৪) পুনম সিংঘল, নিবাস : ফ্ল্যাট নং ১০১৮, টাওয়ার ৩, আশিয়ানা উপবন, অহিংসা খণ্ড-২, ইন্দিরাপুরম, গাজিয়াবাদ, ২০১০১৪, এবং ৫) করণ সিংঘল এবং সন্স এইচইউএফ নিবাস ৭০ ডি ব্লক, গান্ধি পার্ক এর নিকট, শ্রীগঙ্গানগর, রাজস্থান -৩৩৫০০১, প্রস্তাব শেয়ারহোল্ডারগণ হিসেবে (পরবর্তীতে ‘‘অধিগ্রহণকারী’’ হিসেবে যৌথভাবে উল্লিখিত) সমুদয় শেয়ারহোল্ডিংয়ের অধিগ্রহণ (নিয়ন্ত্রণ) করবেন শশী এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর, বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি (পরবর্তীতে ‘‘কোম্পানি’’ হিসেবে উল্লিখিত) , ২য়তল, ১০/১ বি টি রোড, দক্ষিণ বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৫৬, মনীশ যাদুকা, মৃদুলা যাদুকা,অবিনাশ ঠাকুর, নাথমল খৈতান,দিলীপ কর্মকার, সন্দীপ কর্মকার, ইশ্বর চাঁদ চৌরাশিয়া, সন্দীপ কুমার চৌরাশিয়া, পুষ্প সাউ,রাম বাহাদুর মাহাতো, মহেশ মন্ডল,মাঙ্গি লাল লুনিয়া এইচইউএফ, লখিন্দ্র জয়স্বরা, রতন লাল আগরওয়াল, ভারতী লুনিয়া, সুধা ঠক্কর, বিনোদ ঠক্কর, গৌরব আগরওয়াল, বিশাল মেহরওয়াল এইচইউএফ, চন্দ্র কুমার জয়স্বরা, ভগবতী দেবী শর্মা, শর্মা অ্যান্ড সন্স এইচইউএফ, অধীর কুমার বিশ্বাস, বেদ প্রকাশ, বিবেক কুমার পোদ্দার, মনোজ ঠাকুর, অনিল কুমার যাদুকা, সুরেশ কুমার বস্ব, অরুণ কুমার গারোদিয়া, চন্দ্র প্রকাশ চৌরাশিয়া, কামতা প্রসাদ চৌরাশিয়া,হেমরাজ খান্ডেলওয়াল,দীপক যাদুকা, এবং মঞ্জু দেবী যাদুকা এবং তাদের সহযোগীদের/অনুগামীদের সকলের কাছ থেকে বর্তমান কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসেবে (পরবর্তীতে ‘‘বিক্রেতা’’ হিসেবে উল্লিখিত) এবং আরও ১) অমিত সচদেব (ডিন -১০৮৬৩০০৭) নিবাস বিএক্স-৩০৩ টাওয়ার -১, আশিয়ানা উপবন, অহিংসা খণ্ড-২, ইন্দিরাপুরম, শিপ্রা সান সিটি, গাজিয়াবাদ, ইউ পি ২০১০১৪, ২) রাজীব কুমার ঝা (ডিন- ০৯১৩২৪৮৪) নিবাস : আর/০৬৬৬/ডি৩৬, ৩৭, ঝিল খুরঞ্জা, গান্ধি নগর, পূর্ব দিল্লি, ১১০০৩১, ৩) যশদীপ (ডিন -১০৮৮০১৮০) নিবাস : এল-১৪৩, ডোগরা লাইন,দুর্গা কলোনি,রুরকি, হরিদ্বার,উত্তরাখণ্ড, ২৪৭৬৬৭, এবং ৪) শ্রুতি (ডিন ১১১৪০৮০৯) নিবাস ডি-১০২, ব্লক ডি, নিউ সিলামপুর, উত্তর পূর্ব দিল্লি , ১১০০৫৩, কে কোম্পানির বোর্ডে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বর্তমান ডিরেক্টরগণ মঞ্জু দেবী যাদুকা (ডিন ০০৭২৯৩১৫), দীপক যাদুকা (ডিন ০০৮৯৩২৭৪) এবং অরুণ কুমার গারোরিয়া (ডিন ০১০৪৬০৯৯) এর কাছ থেকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ অধিকার করলেন কেম্পানির পরিচালনা স্থানান্তরিত হল এবং উক্তনাম্নী অধিগ্রহণকারীগণের প্রতি ন্যস্ত হল উক্তনাম্নী বিক্রেতাগণের কাছ থেকে ১০ জুন ২০২৬ থেকে।

পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য কোম্পানির বিস্তৃত ভিত্তি, বিভিন্নতা প্রদান এবং সম্প্রসারণ -নন -ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যাবলির জন্য। যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কোম্পানির বিক্রেতা, অধিগ্রহণকারীগণকে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫,এন এস রোড,৬ষ্ঠতল, কলকাতা -৭০০০০১, ঠিকানায় স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পাঠাতে পারেন। কোম্পানি ইতিমধ্যেই শেয়ারহোল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ স্থানান্তরের আপত্তিহীনতার নোটিশ প্রাপ্ত (নিয়ন্ত্রণ স্থানান্তর) উল্লেখ্য আরবিআই যোগাযোগ তারিখ ০২.০৫.২০২৬ এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের আগাম অনুমোদন পেয়েছে উল্লেখ্য আরবিআই যোগাযোগ তারিখ ০২.০৫.২০২৬। নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের উল্লিখিত মতে কার্যকর হবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে।

উক্তনাম্নী অধিগ্রহণকারীগণ, কোম্পানি এবং বিক্রেতাগণের পক্ষে ইস্যুকৃত

শশী এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
দীপক যাদুকা
ডিরেক্টর
ডিন-০০৮৯৩২৭৪

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কলকাতা ডিইআরটিএস রিকভারি ট্রাইবুনাল -১
৪২সি, জে এল নেহরু রোড, ১০মতল,
জীবন সুধা বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০০৭১

সংশোধনী

সংবাদপত্রের ০৬.০৫.২০২৬ সংস্করণে ডিআরটি নোটিশ অধীনে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপন বাতিল করা হয়েছে। অসুবিধার কারণে আমরা দুঃখিত।

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আবেদন নং ২০২৬
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ সহিত পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
এডিবেল প্রোডাক্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড সম্পর্কিত
(১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি রেজিস্টার্ড অফিস ১/১এ এবং বি গোপাল চন্দ্র মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **৫ মে ২০২৬ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত অবস্থান/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন বেঞ্চ, ‘‘কর্পোরেট ভবন’’ প্লট নং IIIF/16, অ্যাকশন এরিয়া - III, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
রমেশ আগরওয়াল
ডিরেক্টর
ডিন-০০৫৬৪৬৩৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল নং : **TSIGNA5530**
ভেহিকেল নং : **NL01AJ3001**
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ২৩৫২০০০

২) মডেল নং : **ACE_GOODS**
ভেহিকেল নং : **WB177901**
ওয়াইওএম : ২০২৩
সংরক্ষিত মূল্য : ২৮৭৫৪২.১৩০৯

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, বিক্রয় অধীন ‘‘যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’’। আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,
২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল,
বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
সুমিত বর্মা : (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)

... ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে এবং একটি কপি উপরে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় বা ইমেল আইডি : **associateskk10@gmail.com.** পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
প্রমীত কোটাক
(ডিরেক্টর) ডিন : ০৫২৫১৩১৭

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB2022PLC253035
৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল : info@karnikaindustries.com
ওয়েবসাইট : www.karnikaindustries.com

১১ই মে ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির তৃতীয় সংশোধনী

এটি কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জারি করা বিশেষ সাধারণ সভার (‘‘ইজিএম’’) বিজ্ঞপ্তি (‘‘মূল বিজ্ঞপ্তি’’) এবং পরবর্তীকালে ২৮শে এপ্রিল, ২০২৬ ও ০৫ই মে, ২০২৬ তারিখের পূর্ববর্তী সংশোধনীর ধারাবাহিকতায় জারি করা হলো।

কোম্পানি এতদ্বারা এই তৃতীয় সংশোধনীটি জারি করছে, যার মাধ্যমে সদস্যদের ২ নং আইটেমের ব্যাখ্যা বিবৃতির অধীনে মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পয়েন্ট H) এবং পিসিএস শংসাপত্র (পয়েন্ট Y)-এর জন্য প্রদত্ত ওয়েবলিঙ্কের সংশোধন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।

এই সংশোধনীটি ইজিএম বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি উপরে উল্লিখিত মূল বিজ্ঞপ্তি ও পূর্ববর্তী সংশোধনীর সাথে একত্রে পড়তে হবে।

একই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.karnikaindustries.com, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

এছাড়াও, অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, বুধবার ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ...

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অনুচ্ছেদ ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে **আগরওয়াল কেমিক্যালস**, এক অংশীদারি সংস্থা **আগরওয়ালা কেমিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড**, নাম অনুমোদিত আরওসি কর্তৃক উল্লেখ্য এসআরএনএসি৩৩০২০৭৪ তারিখ ০২.০৫.২০২৬ অনুযায়ী শেয়ার দ্বারা নির্ধারিত কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অনুচ্ছেদ ২১ এর ...

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশন এর এক খসড়া কপি ৪০ স্ট্র্যান্ড রোড, ৭মতল, স্যুট নং ৬৩৩, কলকাতা- ৭০০০০১ অফিস ঠিকানায় পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৪. এতদ্বারা আরও অবগত করা হচ্ছে যে,কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের আপত্তি করতে চাইলে রেজিস্ট্রার, কর্পোরেট ভবন, ৫মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একুশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে এক কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সহ দাখিল করতে পারেন।

আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১. রোহিত জালান
২. প্রেমলতা জালান

তারিখ : ৮ মে ২০২৬

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮,
ই-মেইল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

কোম্পানির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘‘আইন’’) এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২২ এবং বিধি ২০ এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি, সর্বশেষটি হল ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (‘‘এমসিএ’’) (এরপরে সম্মিলিতভাবে ‘‘এমসিএ সার্কুলার’’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ (‘‘তালিকাবদ্ধকরণ’’) এর প্রবিধান ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ ...

... ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ, স্টক এক্সচেঞ্জগুলিকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং : এ৩০৯২৬

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬

... (ঝ) কোনো প্রশ্নের জন্য শ্রী বিকাশ ইন্দোরিয়া-এর সাথে যোগাযোগ করুন, মোবাইল ৮৩৩৪-৯৮৫৮২১, মেল আইডি: ld.avplibc@gmail.com

স্বা/-
শ্রী নারায়ণ আগরওয়াল লিকুইডেটর - অঙ্গরাজ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00288/2017-2018/10532
ঠিকানা: ৪০৫ মেরিনা ব্লক, সিদ্ধা ইডেন লেক ভিল,
৫৬১ বনহুগলী অ্যারাবেল লেন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৮।
ই-মেইল আইডি: ld.avplibc@gmail.com

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ মে, ২০২৬

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৫.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : ...	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি ...	২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ ...	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা ...

... “সুশীল ভবন” নামে নির্মিত বহুতল নতুন ভবনের সাথে, যা নিম্নরূপ বেষ্টিত : উত্তরে : এলওপি নং ৯ দ্বারা রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি, দক্ষিণে ১৪ ফুট প্রশস্ত পানশীলা সরকারি কলোনি রোড, পূর্বে এলওপি নং ২১ দ্বারা উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে এলওপি নং ২৩ দ্বারা ঊষা রানী দত্তের সম্পত্তি।
সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত ।

... এবং ২৫.০৫.২০২৬ পর্যবেক্ষণের সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

আগ্রহী দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে উপরোক্ত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

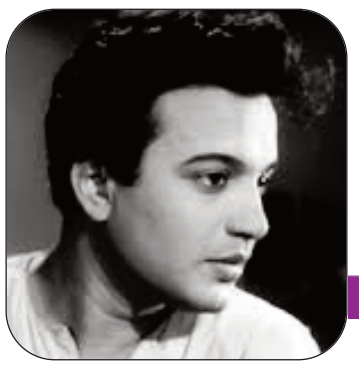

একদিন বায়োস্কোপ

অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা ও তাঁর রাজনৈতিক জীবন

ডাঃ শামসুল হক

একাধারে তিনি ছিলেন সমগ্ চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী। আবার স্বনামধন্যা একজন কর্ণাটকী গায়িকা হিসেবেও নামডাক আছে তাঁর । শুধু তাই নয় , নৃত্য শিল্প জগতের দক্ষ শিল্পী এবং সফল নির্দেশিকা হিসাবে তাঁর আছে প্রচুর সুনাম ও । খেলাধুলার প্রতিও ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা। ভালবাসতেন গল্ফ খেলতেও । আবার একটা সময় এসবের পাশাপাশি তিনি ঝুঁকে পড়েছিলেন রাজনীতির প্রতিও । আর সব মিলিয়ে তাঁর চৌকস সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে সকলে তাঁকে বসিয়েছিলেন সম্মানেরই উচ্চ শিখরেও । আর অদ্যাবধি সেটা বজায় ও আছে।

তিনি বলিউড অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা বালি। তাঁর জন্মস্থান তৎকালীন মাদ্রাজে হলেও তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে মুম্বাইএ। আর বলিউডের জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই শহরেই। তবে নিজেকে তিনি কখনও একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি । তাঁর নিজস্ব প্রতিভার জ্যোতি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে একসময় সেটা পৌঁছে গিয়েছিল দেশ বিদেশের বিভন্ন প্রান্তের মানুষ জনদের মানস হৃদয়েও।

১৯৪৯ সালে তামিল ভাষায় নির্মিত সিনেমার দৌলতেই রূপালী পর্দায় আবির্ভুত হন তিনি । তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর । তার একবছর পর ই তিনি সুযোগ পান একটা তেলেগু সিনেমাতে । আর তার ই ফলাফল

হিসেবে সমগ্ দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় একজন অভিনেত্রী হিসেবে খ্যাত হয়েও ওঠেন তিনি । ঠিক তার পর ই বলিউডের স্বর্ণ দ্বারে প্রবেশের অধিকার ও তিনি পেয়ে যান অতি সহজেই।

তারপর তামিল , তেলেগু , হিন্দী , কন্নড় ভাষায় একের পর এক ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন তিনি। একটা সময় কলকাতা শহরেও পা রেখেছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় সেই অভিনেত্রী । টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়াও অতি সন্মানের সঙ্গেই গ্ হণ করেছিল করেছিল তাঁকে । ১৯৬৭ সালে টলিউডের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ পরিচালিত হাটে বাজারে সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ ও পেয়ে যান তিনি । অশোক কুমার , অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী , ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করে মনে মনে ভীষণ তৃপ্তি অনুভব ও করেছিলেন তিনি । মুক্তি পাওয়ার পর হিট ও হয়েছিল সেই ছবি।

১৯৫৪ সালে নাগিন ছবিতে অভিনয় করে দর্শক এবং সিনেমা পরিচালকদের মন জয় করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। বলাই বাহুল্য, তাতে বলিউডে পাকা হয়ে গিয়েছিল তাঁর স্থান ও। পরে দেবদাস, চন্দ্রমুখী সহ আরও অনেক সিনেমায় নিজের অভিনয় দক্ষতাকে প্রকাশ করে সেই স্থান আরও নিবিড় করে তোলেন । আর ঠিক সেইভাবে চলতে চলতেই একটা সময় চলচ্চিত্র জগত ছেড়ে তিনি ঝুঁকে পড়েন নৃত্যকলার প্রতি। সেটা ১৯৮২ সালের কথা । তিনি তখন সেই বিষয়ে এতটাই উৎসাহীত হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে নিজেকে সেখানে এমনিভাবে সমর্পণ করেন যে, সেই সাম্রাজ্যের শীর্ষাদেশে আরোহণ করা ভীষণ সহজসাধ্য ও হয়ে ওঠে তাঁর কাছে । সেখানেই কিন্তু থেমে থাকেননি তিনি । তারপর তারই দৌলতে সেই বছর ই তিনি অর্জন করেন ভারতীয় সঙ্গীত নাট্যম একাডেমি পুরস্কার ও।

চঞ্চল মন তাঁর। তাই সেই সাম্রাজ্যেও মন বসেনি তাঁর । তাই একটা সময় তিনি প্রবেশ করেন রাজনীতির মঞ্চে । ১৯৮৪ সালে শুরু করেন তাঁর নতুন সেই জীবন । রাজীব গান্ধীর অনুপ্রেরণায় জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন তিনি । নির্বাচন লড়ে জয়ীও হন।

তামিলনাড়ুর সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ চেন্নাই সংসদীয় আসনে দাঁড়ান এবং ৫১. ৯৩ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে আটচল্লিশ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন । একই দল থেকে ১৯৯৯ সালেও জয়ী হন তিনি। পরে অবশ্য ব্যক্তিগত কারণে কংগ্রেস দল ছেড়ে যোগ দেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে।

অভিনয় জগতে তিনি হয়েছেন অনেক কৃতীত্বের অধীকারীও। পেয়েছেন আরও অনেক পুরস্কার । পদ্মশ্রীর মতো বিরল সন্মানের অধিকারী হয়ে নিজেকে সঠিকভাবে প্রমাণ ও করেছেন তিনি । সঙ্গীত নাট্যম একাডেমি পুরস্কার পাওয়া তাঁর আর এক অনন্য দৃষ্টান্তও। লেখাজোকার প্রতিও ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক । বিশিষ্ট লেখক জ্যোতি সরব ওয়ালের সঙ্গে আত্মজীবনীমূলক একখানা গ্ স্থ রচনার মাধ্যমেই নিজেকে নতুনভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

এই ঠাকুরমার ঝুলি ঠাকুমার তদন্ত করার গল্প নিয়েই ভরে রয়েছে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি হইচই ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত ঠাকুরমার ঝুলি। শৈশবে আমরা যে ঠাকুরমার ঝুলি দেখে এবার শুনে বড় হয়ে উঠেছি এই ঠাকুরমার ঝুলি তার থেকে একেবারে উল্টো। এই ওয়েব সিরিজে ঠাকুমা গল্প বলিয়ে নয় বরং গোয়েন্দা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পটি শুরু

হচ্ছে ঠাকুমা গিরিজা বালা দেবীর কাছে তার নাতনির আগমন নিয়ে। নাতনির আগমনের পপরপরই গিরিজা বালা দেবীর বাল্য বান্ধবীর বাড়িতে ঘটে যায় একের পর এক খুন একটা নয় দুটো নয় সাত সাতটা খুন। তৎক্ষণাৎ খুনের তদন্তের জন্য ডাক পড়ে গিরিজা বালা দেবীর। তিনি তার নাতনিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়ে নেমে পড়েন সাত খুনের রহস্য সন্ধানে। এই গল্পে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, দিব্যানি মন্ডল, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল গিরি, দেবরাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ কে। গোয়েন্দার চরিত্রে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় বেশ পরিণত প্রথমবার গোয়েন্দা চরিত্রে তাকে বেশ মানিয়েছে। গির্জা বেলা দেবীর নাতনি হিসেবে দিবানি মন্ডলের অভিনয়ও যথেষ্ট নজর কেড়েছে। এটি তার প্রথম অভিনীত ওয়েব সিরিজ এবং প্রথম ওয়েব সিরিজেই তিনি নিখুঁতভাবে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে অভিনয় করেছেন। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় একদম ঠিকঠাক। বেশ কিছু জায়গায় তার হাস্যরস দর্শকদের আকর্ষণ করেছে। দেবরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয় অসাধারণ। বলতে গেলে এই ওয়েব সিরিজের সবকটি চরিত্রকেই তার চরিত্রটি ছাপিয়ে গিয়েছে। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ বুনন এই ওয়েব সিরিজে খুব ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে যার কৃতিত্ব অয়ন চক্রবর্তীর প্রাপ্য। সব মিলিয়ে বলা যায় ঠাকুরমার ঝুলি ওয়েব সিরিজটি একটি রহস্য ভিত্তিক ওয়েব সিরিজ যা দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

শতবর্ষে মহানায়ক

উত্তমকুমার

আইভি ব্যানার্জী

১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ভবানীপুরে ৫১ আহিরীটোলা স্ট্রিটে মহানায়ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় ও মাতা চপলা দেবী। মহানায়কের আসল নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিন ভাই। অরুণ, বরুণ ও তরুণ। ভাই তরুণ কুমার ছিলেন স্বনামধন্য অভিনেতা। উত্তম কুমার ছোটবেলায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মুকুট নাটকে অভিনয় করে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি কলকাতা পোর্টে চাকরি করতেন। ১৯৪৮ সালের পয়লা জুন গৌরীদেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর একমাত্র পুত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪৮ সালে মহানায়কের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি দৃষ্টিদান। তাঁর প্রথম হিট ছবি ১৯৫২ সালে বসু পরিবার। মহানায়কের মোট মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ২০২ টি। যার মধ্যে ১৫ টি হিন্দি ছবিও আছে। ১৯৬৮ সালে তিনি শিল্পী সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।তিনি মোট ছয়টি বাংলা ও একটি হিন্দি ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। তিনটি ছবি পরিচালিত করেছিলেন। শুধু একটি বছর, বনপলাশীর পদাবলী ও কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী। তিনি আটবার বি এফ জে এ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক মহানায়ক উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে অমানুষ ছবির জন্য তিনি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পান। ১৯৭৬ সালে কলকাতার বসুশ্রী সিনেমা হলে প্রসাদ পত্রিকার পক্ষ থেকে মহানায়ক প্রসাদ সাহিত্য রত্ন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮০ সালের ২৪ শে জুলাই মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে মহানায়ক পরলোক গমন করেন। মহানায়ক আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন প্রতিটি দর্শকদের হৃদয়াসনে যুগযুগান্ত ধরে। তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শাখা প্রশাখা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

চৌঠা ফেব্রুয়ারি থেকে হইচই প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়ে প্রতি বুধবার সম্প্রচারিত হচ্ছে হইচই প্লাটফর্মের নতুন সিরিয়াল শাখা প্রশাখা। এই সিরিয়ালটির পরিচালক অভিনন্দন দত্ত।এটি রিতাভরি চক্রবর্তী অভিনীত একটি টানটান পারিবারিক ড্রামা যেখানে রহস্য মোড় নিয়েছে প্রতি পরতে পরতে।যেখানে নন্দিতা নামের এক নারীর জীবন সংগ্রাম পরিস্ফুটিত হয়েছে। তার অসুস্থ মেয়েকে চিকিৎসা করানোর জন্য অর্থের প্রয়োজনে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি উদ্ধারে অবতীর্ণ হয়ে সে নিজের পরিবারের জটিল এবং ঘৃণ্য অন্ধকার কে খুঁজে বার করার মুখোমুখি হয়েছে। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন অজানা সত্যের মুখে। প্রবল অসুস্থ মেয়েকে বাঁচাতে নন্দিতা ঋণের ভারে নুইয়ে পড়ে। শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি উদ্ধারের লড়াইয়ে সে জানতে পারে তার প্রয়াত স্বামী অর্ণব অবৈধ ছিলেন, অর্থাৎ তিনি পরিবারের আসল সন্তান ছিলেন না। এই বিষয়টি

পুরো পরিবারকে ভাঙনের মুখে ফেলে। এরপর শুরু হয় নন্দিতার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। নন্দিতা কি পারে সংসারের লড়াই নিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। সিরিয়ালটা খুব সুন্দরভাবে শুরু হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত তার যথেষ্ট ভালো ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। প্রতিটি পরতে পরতে রহস্য নতুন নতুন আঙ্গিকে ধরা দিচ্ছে এই সিরিয়ালের মাধ্যমে। এই সিরিয়ালে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে রিতভরি চক্রবর্তী প্রতীক দত্ত, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিকা গুহঠাকুরতা, দেবলীনা দত্ত, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, শুভজিৎ দত্ত, তানিয়া কর এবং আরো অনেকে।

কেন্দ্রীয় চরিত্রে রিতাভরি চক্রবর্তীর অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছে। স্বামীহারা স্ত্রী এবং নারী অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে তার অভিনয়ে যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বাস্তবচিত। রিতাভরি অর্থাৎ নন্দিনীর স্বামী হিসেবে প্রতীক দত্তের অভিনয় স্বল্প হলেও সেটার মধ্যে একটা নিজস্বতা রয়েছে এবং চরিত্রটি যথোপযুক্ত হয়ে উঠেছে। রিতাভরির শুভাকাঙ্ক্ষী তথা বন্ধু হিসেবে সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় যথেষ্ট নজর কেড়েছে। তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছে।পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেবলীনা দত্ত অনেক বেশি পরিণত। ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় অভিনয় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ আগের অন্যান্য চরিত্র গুলির তুলনায় এই চরিত্রটি তার সাথে বেশ মানানসই।

খুব সুন্দর প্লট্ বিন্যাস এবং মোচরে-মোচরে রহস্য রাখার জন্য অভিনন্দন দত্তের প্রশংসা অবশ্যই কাম্য। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ প্লটের ওপরে ভিত্তি করে তিনি অসাধারণ সংলাপ বুনন করেছেন যা দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। পরিশেষে বলা চলে শাখা প্রশাখা একটি বাস্তবঘেষা রহস্য জটিলতায় ভরপুর সিরিয়াল যা দর্শকদের রোমাঞ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।